কনক-চাঁপা।

উপন্যাস।

কলিকাতা ১০৮ নং গরাণহাটা পবলিক লাইব্রেরি হইতে

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৬৯ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন রামায়ণ যন্ত্রে

শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৯ সাল।

কনক-চাঁপা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পান্থ-নিবাসে।

শ্রেষ্ঠত্ব বাসনা যদি থাকে হে তোমার।
সাধ্যমত কর তবে পর উপকার॥

১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর কাণপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি জনপদগুলি যখন শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তাহার পর বৎসর চৈত্রের বারুণীতে ভাগলপুরের ঘাটে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে অনেক লোকের সমাগম হয়। অস্মদ্দেশীয় লোকে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও উক্ত যোগে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে গমন করিয়া থাকে। হঠাৎ অধিক লোকের একত্র সমাবেশে সংক্রামক রোগে অনেককে ইহলোক ত্যাগ করিতে হয়। তীর্থস্থলে অনেক সময় প্রায়ই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এ সকল অনেকে জানিয়া শুনিয়াও গমনে ক্ষান্ত থাকে না। আমরা যে সময়ের কথা আজ উল্লেখ করিতেছি, সেই সময় বিস্তর যাত্রীর সমাবেশ হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ওলাদেবীও করালবদন বিস্তার করিতে ক্রুটী করেন নাই। এক এক বাটীতে ১০।১২ বা ততোধিক লোক ইহার হাত হইতে নিস্কৃতি পায় নাই। কোন কোন বাটী একবারে নির্ম্মূল হইয়াছিল। কে কাহাকে দেখে, কে কাহার তত্ত্ব লয়! পিপাসায় বারি দানে কেহই স্বীকৃত নহে। সংক্রামক রোগ,

নিকটে গেলে পাছে তাহাকে আক্রমণ করে, সুতরাং সকলেই পলায়নপর। কিন্তু পলাইলেও নিস্তার নাই; পথে যাইতে ২ কাহাকেও উক্ত রোগে আক্রমণ করিল, অমনি সহযাত্রীরা সকলে পলাইল। পিতা পুত্রকে ছাড়িল, মাতা কন্যাকে ছাড়িল, ভাই ভগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল। জননী শিশুপুত্র বা শিশু কন্যার মুখ চাহিল না! তাহারা রোগের যাতনায় পথিমধ্যে পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। জল চাহিল ;-বাৎসল্য-স্নেহ থাকিলেও সহযাত্রীরা চলিয়া যায় দেখিয়া মাতা সন্তানের মুখে জল দিতে পারিল না, দুই একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল, চক্ষে জল ফেলিল!—বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে চলিল!!—যাত্রীদলকে অনেক কাকুতি মিনতি করিল, তাহারা তাহার দুঃখে কর্ণপাতও করিল না!! বরং "ও রোগ হইলে বাঁচে না, যে যে নিকটে থাকিবে, তাহারও ঐ দশা হইবে" ইত্যাদি বলিয়া মাতাকে বুঝাইল। স্বামী স্ত্রীর মুখ চাহিল না, স্ত্রী স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাতও করিল না! "তুমি মরিলে আমি সংসার ছাড়িব,—সন্ন্যাসী হইব—বনে বনে ভ্রমণ করিব; অথবা তুমি মরিলে আমি সহগামী হইব,—আগুনে ঝাঁপ দিব,—প্রাণত্যাগ করিব—সংসার অন্ধকার দেখিব" ইত্যাদি পুরো প্রেমের কথাগুলি দম্পতি যুগল-বিস্মৃত হইল। অৰ্দ্ধাঙ্গ লইয়া—অৰ্দ্ধাঙ্গ ছাড়াইয়া পলাইল।

এ হেন দুর্দ্দিনে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘাটের অনতিদূরে একটী একতালা বাটীর ছাদে বসিয়া একটী দ্বাত্রিংশ বর্ষীয় যুবক আপন মনে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার চিন্তার শেষ নাই, ভৃত্য সম্মুখে আসিয়া তামাক লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, যুবক তাহা দেখিতেছেন না, অথবা তদ্দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। "বাবু! তামাক খান" শব্দে তাঁহার চৈতন্য হইল। গুড়গুড়িটী সম্মুখে লইয়া ধূম পান করিতে করিতে ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ব্রজ! আজিকার সম্বাদ কি?"

ব্রজ। আজকে বিস্তর লোক মারা পড়েছে।

যুবক। তবে কি এ স্থান পরিত্যাগ ক'রে যাব নাকি ?

ব্রজ। যা ভাল বুঝেন, তাতে আমার আপত্য নাই।

যুবক। ভাল সরকারি ডাক্তার খানায় তখনকার সেই রোগীটাকে দিতে গেলি, তার কথটা ভুলে ছিলেম, তার কি হ'লো ? ডাক্তার খানায় নিলে তো ?

ব্রজ। ডাক্তারখানায় আর স্থান নাই। আপনার পত্র দিয়ে অনেক ক'রে বলাতে যদিও একটা খালি জায়গায় ফেলে রাখলে, কিন্তু পরক্ষনেই গিয়ে দেখি, তার সকল যন্ত্রণার শেষ হয়ে গেছে। আহা! লোকটা মরে পড়ে রয়েছে দেখে আমার প্রাণটা যে রকম ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো, তা বল্‌তে পারি না। বাঁচ্‌বার জন্য যে রকম ব্যাকুলতা করেছিল, তা মনে পড়্‌লে আর একদণ্ডও এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না। আপান যা বলুন বড়বাবু! শুদ্ধ আপনি ব'লে আমি এখানে র'য়েছি, নইলে অন্য কেউ হ'লে এতক্ষণ আমি এদেশ ছেড়ে চলে যেতেম। বাবা! ডাক্তার কবিরাজ পাওয়া যায় না! ধন্য দেশ!!

যুবক। এ দেশের লোকে ডাক্তারি শিখে নাই, কবিরাজী হাকিমি উত্তমরূপ জানে, তা হ'লে হবে কি, কবিরাজ কি হাকিমেরা এ রোগের নাম শুন্‌লে সে দিকে আসে না।

ভৃত্য। কেন ?—কবিরাজীতে কি এ রোগের চিকিৎসা হয় না ?

যুবক। সামান্য হ'লে চল্‌তে পারে, বেশী গোছের হ'লে বড় একটা হাত থাকে না, তাতে আবার মড়ক হয়েছে; বোধ করি কবিরাজেরা এ সহর ছেড়ে পালিয়েছে। সে যা'হক, আহা! লোক্‌টা মরেছে শুনে অবধি মনটা আমার বড়ই খারাপ হলো। এলো গঙ্গাস্নান কর্‌তে, শেষে কিনা যমে নিলে। বিদেশে—বিঘোরে প্রাণটা গেল! না পেলে একটু জল, না না আত্মীয় স্বজন দেখ্‌তে পেলে!! আহা! কতই তার প্রাণটা ব্যাকুল হ'লো, তার মরেও সুখ হলো না।

ব্রজ। সেত ম'রে গেল, তার আবার সুখ দুঃখ!!

যুবক। আত্মীয়েরা কাছে থাকলে মনের কথাও তো বল্‌তে পারতো?

ব্রজ। তা বটে।

ভৃত্যের "তা বটে" কথার সঙ্গে সঙ্গেই এক অমানুষিক কাতর চিৎকার ধ্বনি যুবকের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি উৎকর্ণ হইয়া তাহা শ্রবণ করিবার জন্য ব্যাগ্র হইলেন। "কিসের শব্দ ব্রজ?" বলিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রজ। আর কিসের শব্দ! যা আজ কাল আরম্ভ হয়েছে।

যুবক। তুই একবার দেখে আয় দেখি?

ব্রজ। না বড়বাবু! আমি আর এই রাত্রে যেতে পারবো না।

যুবক। আচ্ছা একেলা না পারিস, বেহারী অথবা লাল সিংকে সঙ্গে করে নিয়ে যা।

ব্রজ। সরকার মশাইকে বিকেল থেকে দেখ্‌তে পাইনি, লালসিং সেই রোগীটের বেলাই কত বেজার হলো, সে যাবে না।

যুবক ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন—"কেন যাবেনা—আলবৎ যাবে,—তার হুকুমে আমাকে চল্‌তে হবে নাকি।"

যুবক কথাগুলি এমনই রুক্ষভাবে কহিলেন, সে কথা শুনিতে লালসিংএর আর বড় দেরী হইল না। ব্রজ নিঃশব্দে চলিয়া গেলে নীচে যাইয়া লালসিংকে আর বেশী কিছু বলিতে হইল না। যথা সময়ে ব্রজ আসিয়া পার্শ্বের বাটীতে তিনটী রোগীর কথা ব্যক্ত করিল, বড়বাবুর কাতর-হৃদয় তাহাতে ব্যথিত হইল। তাড়াতাড়ি নীচে নামিলেন, এবং লালসিং, ব্রজ ও বেহারী সরকারের সাহায্যে দুইটী রোগীকে আপন আলয়ে আনিলেন। পার্শ্বের বাটীতে পৌঁছিতে পৌঁছিতে একটী জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছে বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন,

রোগীদ্বয়কে বাটীতে আনিয়া যথারিতী চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মুমুর্ষাবস্থা।

—রাখ মোর এ মিনতি।
যথা যাবে যাব সাথে,
নগরে, অরণ্যে পথে,
তোমা ভিন্ন নাহি মোর গতি॥

* * * *

যুবক, লালসিং ব্রজ এবং বেহারী সরকারের সাহায্যে দুইটী রোগীকে স্বীয় আবাসে আনিলেন। আবাস বাটিটী নিতান্ত অপরিষ্কার নহে। পূর্ব্বদিকে দুইটী ইষ্টক নির্ম্মিত কুঠারী, পশ্চিমদিকে প্রাচীরের গায়ে লম্বা চালা, তাহার অর্দ্ধেক খানিতে পাকক্রিয়া সমাধা হয়, অপরার্দ্ধ গৃহের ন্যায় প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ; সুতরাং সেও একখানি গৃহ বলিতে হইবে। দক্ষিণ দিকে খানিকটা খালি জমীর উপর একখানি বৃহৎ প্রস্তর পতিত আছে। গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে বা রাত্রে তাহার উপর ৩।৪ জন লোক বেশ শয়ন করা যাইতে পারে। উত্তরদিকে সদর দরজা, দরজার পার্শ্বে একটী কুঠারী। এই কুঠারিতে আমাদের কথিত যুবক (বড়বাবু) ও বেহারী সরকার বাস করেন। অপর পূর্ব্বদিকের কুঠারিতে লালসিংএর খাটিয়া, ব্রজনাথের শয়নের নিয়ম নাস্তি। খাটিয়াখানি যেথা প্রাণ চাহে, তথায় টানিয়া লইয়া শয়ন করিত। যাহাহউক, বাটীখানি বড়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

উপরোক্ত লোকত্রয়ের সাহায্যে খাটিয়ার শয়নাবস্থায় রোগী দ্বয়কে একে একে বাটীতে আনিলেন। একটী যুবক, অপরটী পূর্ণযৌবনা রমণী। এক ঘরে দুইটী রোগীকে রাখা যুক্ত-সঙ্গত নহে, বিবেচনা করিয়া যুবককে পূর্ব্বদিককার কুঠারিতে এবং স্ত্রীলোকটিকে পশ্চিমদিকের কুঠারিতে রাখা হইল। যুবকের পরিচর্য্যার্থে ব্রজ নিযুক্ত রহিল। রমণীটির জন্য নিকটস্থ একটী ধানুকজাতিয়া স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা হইল, সকলে তাহাকে মুনিয়ার-মা বলিয়া ডাকিত। মুনিয়ার-মা যদ্যপিও প্রথমে অস্বীকার করিয়াছিল বড়বাবু বড় অমায়িক লোক, বিলক্ষণ পাওনার আশা আছে ইত্যাদি অনেক খোসামোদের পর স্বীকৃত হইল। বড়বাবু স্বয়ং দুইটী রোগীর পরিচর্য্যা পর্য্য-বেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ বেহারী সরকারের দ্বারা ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, বড়বাবু তাহার কোনই ত্রুটী করিলেন না।

যুবক ক্রমশঃ সুস্থতা লাভ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রমণীর পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। পর দিবস ডাক্তার আসি-লেন, "রোগিণীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়, সম্ভবতঃ রাত্র আড়াই প্রহরের পর মৃত্যু নিশ্চয়; তবে এই ঔষধটি দিয়া যাইতেছি, ইহাতে যদ্যপি উপকার হয়, তবে প্রভাতে সংবাদ দিবেন" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

বড়বাবু একরূপ হতাশ হইলেন। কহিলেন,—"এত চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিলাম না।" অজ্ঞাতকুলশীলা, সুতরাং মৃত্যু হইলে কাহাকে সংবাদ দিবেন, তাহাও জানিতে পারিলেন না। রোগীণী বাটী আসিয়া অবধি একটি কথাও কহে নাই। কেবল এপাশ ওপাশ, ছট্‌ফট্‌ করিয়াছিল মাত্র; সুতরাং কোন কথাই হয় নাই।

মুনিয়ার মা আর থাকিতে স্বীকৃত হইল না। পুরুষের দ্বারা স্ত্রীলোকের সেবা শুশ্রূষা কিরূপে হইবে ভাবিয়া বড়বাবুর

রাত্রের জন্য তাহাকে আরও দুই টাকা দিতে চাহিলেন। মুনিয়ার মা সম্মত হইল।

মুনিয়ার-মা নিদ্রার ঘোরে রোগিণীকে একবার ঔষধ খাওয়াইয়া পুনরায় নিদ্রিত হইল। বড়বাবু আসিয়া জাগাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঔষধ খাওয়ান হইয়াছে কি না" মুনিয়ার মা নিদ্রার ঘোরেই "না" বলিল। সুতরাং ঔষধ খাওয়াইতে আজ্ঞা করিলেন, ঔষধ খাওয়ান হইল। দাগ দেখিয়া বড়বাবু চমকিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "মুনিয়ার মা! করিয়াছ কি? সর্ব্বনাশ করিলে?"

"কেন বাবু!" বলিয়া মুনিয়ার-মা চমকিয়া উঠিল।

"কয়বার ঔষধ খাওয়াইলে, এইবার লইয়া দুইবার ঔষধ খাওয়াইবার কথা, এ যে তিন দাগ ঔষধ খাওয়াইয়াছ? যদিও বাঁচিত, তা আর আশা নাই।" বলিয়া বড়বাবু দুঃখিত হইলেন এবং সেইখানে একটী টুল লইয়া বসিয়া রহিলেন, ক্রমে দুই এক ঘণ্টা করিয়া অর্দ্ধেক রাত্র কাটাইয়া দিলেন, ক্রমশঃ রোগিণীর দেহ উষ্ণ হইতে লাগিল, অল্পে অল্পে উপকারের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল, দেখিয়া বড়বাবু তখন আর একবার ঔষধ খাওয়াইলেন, ক্রমশঃ রোগিণীর অবস্থা সন্তোষজনক হইল। এরূপে সুখে দুঃখে সমস্ত রাত্র জাগরণ করিলেন।

প্রভাতে ডাক্তার আসিলেন, সন্তোষজনক অবস্থা দেখিয়া বড়বাবুকে আশ্বাস দিয়া স্বতন্ত্র ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। মুনিয়ার-মা বড়বাবুর আজ্ঞানুযায়ী ঔষধাদি খাওয়াইতে লাগিল। এরূপে সে দিবা অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যাকালে রোগিণীর চৈতন্য হইল,—অল্প কথা কহিবার সামর্থ্য হইল।

"আমি কোথায়" বলিয়া রোগিণী চক্ষুরুন্মীলন করিল। "আপনি পরম যত্নে আছেন" বলিয়া বড়বাবু আশ্বাস দিলেন এবং কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। রোগিণী উত্তর প্রদানকারীর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল—একজন যুবাপুরুষ তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত আছেন, তাঁহাকে কথা কহিতে

নিষেধ করিতেছেন,—কত দয়া প্রকাশ করিতেছেন!

*　*　*　*　*　*

ডাক্তারের ব্যবস্থা মত উভয় রোগীকেই বলকর পথ্যাদি দেওয়া হইল, ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে রোগীদ্বয় সবল হইতে লাগিল। দূর দূরান্তর যাইবার কাহারও ক্ষমতা হইল না।

দণ্ডের পর দণ্ড, দিনের পর দিন, যতই গত হইতে লাগিল, ততই পীড়িত যুবা, যুবতী, বড়বাবু, বিহারী সরকার, লালসিং প্রভৃতি পরস্পরের সহিত পরস্পরের সদ্ভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল—যেন একটি একান্নভুক্ত পরিবার!

*　*　*　*　*　*

একদিন বড়বাবু তাঁহার পরিচয় আদি লইলেন। পরিচয়ে জানিলেন, জাতিতে ব্রাহ্মণ, মাতা ও ছয় ভ্রাতা বর্ত্তমান। ভ্রাতারা সকলেই মহাপরাক্রমশালী, যৎকিঞ্চিৎ জমিদারীও আছে, যুবতী স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা।

"কেন এমন হইল" বড়বাবু জানিতে ইচ্ছুক হইলে যুবতী কহিলেন, "মহাশয়! অন্ন বস্ত্রের অভাব না হইলেও আমি জনমদুঃখিনী। আমার স্বামীর আমাকে লইয়া তিন বিবাহ। প্রথমার সন্তানাদি না হওয়াতে আমাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন—আমি স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে তিনি তৃতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বসুখের আধার, আমি সেই স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা" বলিয়া নীরব হইলেন।

বড়বাবু তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মনে মনে ভাবিলেন "তবে কি ইহার কোন চরিত্র-দোষ ছিল?"

যুবতী বড়বাবুর মুখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বলিলেন, "আপনি যাহা, মনে করিতেছেন, তাহা নহে। আমার বিবাহ কালীন যে যে যৌতুক দিবার কথা ছিল, ভ্রাতারা তাহা না দেওয়াতে আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী ঐ যৌতুকের কথা লইয়া সর্ব্বদাই আমার ভ্রাতাদিগকে গালাগালি দিতেন। আমি তখন বালিকা, আমার প্রাণে তাহা সহ্য হইত না। আমি সর্ব্বদাই রোদন

করিতাম—আহারাদি করিতাম না। কাহারও কথা শুনিতাম না, পিত্রালয়ে যাইবার জন্য সর্ব্বদাই বিবাদাদি করিতাম। শ্বশ্রূঠাকুরাণী একদিন আমায় বন্ধন করিয়া প্রহার করিলেন; পরে হাতা পোড়াইয়া পৃষ্ঠে ও কপালে দাগ দিলেন, চুলগুলি কাটিয়া, সমস্ত অলঙ্কার কাড়িয়া লইলেন। সমস্ত দিন জলগ্রহণ করিতেও দিলেন না, সে দিন এইরূপে কাটিল। আমাকে যখন হাতা পোড়া দ্বারা যন্ত্রণা দিতেছেন, তখন আমি যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করিয়াছিলাম। আমার সেই চিৎকার পার্শ্বের বাটীর লোকেরা শুনিয়াছিলেন, তাহারা আমার পিত্রালয়ে গোপনে সংবাদ দিল। সত্য মিথ্যা তথ্য জানিবার জন্য মধ্যম ভ্রাতা পরদিন অপরাহ্নে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমি কোথায় জানিতে চাহিলে আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী আমি স্থানান্তরে কোন আত্মীয়ের বাটীতে আছি, এই কথাই ব্যক্ত করিলেন। ভ্রাতা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি সকল ঘরেই অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, শেষে আমি যে ঘরে অবরুদ্ধ, সেই ঘর খুলিয়া দেখিতে চাহিলেন, তাঁহারা তাহা দেখাইতে চাহিলেন না। ভ্রাতা তখন চীৎকার করিয়া আমাকে ডাকিতে লাগিলেন, আমি ভিতর হইতে ক্ষীণ স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলাম। ভ্রাতা জানিতে পারিলেন, পদাঘাতে গৃহদ্বার ভগ্ন করিলেন। আমার বন্ধনাবস্থা দেখিয়া তিনি ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। পল্লীর সমস্ত লোক আসিয়া জুটিল, তাঁহাদের দুর্ব্ব্যবহারে সকলেই মহা বিরক্ত হইল। ভ্রাতা সঙ্গের অনুচরদ্বারা আমার দুরাবস্থার সংবাদ পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। শ্বশ্রূঠাকুরাণী ও স্বামীর সহিত তাঁহার বচসা হইতে লাগিল। আমার অপরাপর ভ্রাতাগণ সকলেই অশ্বারোহণে রাত্রি দুই প্রহরের সময় আসিয়া পৌঁছিলেন এবং তখন সকলেই আমার স্বামী ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে কাটিবার জন্য উদ্যত হইলেন।

যাহা হউক ভ্রাতৃগণের ব্যবহারের কথা ক্রমশঃ আদালত পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল। ভ্রাতাগণকে গ্রেপ্তার করিতে আসিলে

তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল। দারোগা তাঁহাদিগকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বলিলে, তাঁহারা আমার দুর্দ্দশা দারোগাকে দেখাইলেন। দারোগা ভ্রাতাদের পরিবর্ত্তে তখন আমার স্বামী ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিলেন। ভ্রাতাগণ আমাকে সঙ্গে করিয়া সে বাটী পরিত্যাগ করিলেন। যাহা হউক বহু মাননীয় ব্যক্তির অনুরোধে ও অনেক কষ্টে তাঁহারা সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইলেন। ভ্রাতাগণ আমাকে শপথ করাইলেন যে, ইহজীবনে আর কখন স্বামীর বাটীর নাম পর্য্যন্ত করিতে পারিব না! সেই অবধিই আমার শ্বশুরালয়ের বাস শেষ হইল।"

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তবে আপনি পিত্রালয়েই যাবেন?"

যুবতী। আজ্ঞা হাঁ।

বড়বাবু। আপনি আমাকে আজ্ঞা বলিবেন না। আমি তাহাহইলে বড়ই লজ্জিত হইব।

যুবতী। আপনি তবে আমাকে "আপনি" বলিতেছেন কেন?—আমি কি তাহাতে লজ্জিত হইতে পারি না?

বড়বাবু হাসিলেন, বলিলেন "তাহাতে ক্ষতি কি?"

"আপনার বেলায় যদ্যপি ক্ষতি না হয়, তবে কি আমার বেলায় ক্ষতিটাই ক্ষতি।" বলিয়া যুবতী সলজ্জে হাসিলেন।

বড়বাবু। আপনি ব্রাহ্মণ, তাতে, সম্ভ্রান্ত লোকের পরিবার, আমি আপনাকে কিরূপে অমানাসূচক কথা বলিব?

যুবতী। উহাতে আমি লজ্জিত হই।

বড়বাবু। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, আপনার নিবাস কোথায়, কাহার কন্যা, কোথায় বিবাহ হইয়াছিল। এখানে কাহার সহিত আসিয়াছিলেন, এ সকল কথাতো এক বারও বলিলেন না। যে পরিচয় দিলেন, তাহাতে তো কোন পরিচয়ই পাইলাম না।

যুবতী হাসিলেন। বলিলেন, "হাঁ, প্রকৃত পরিচয় পান

নাই বটে, আমিও তাহা আপনাকে বলি নাই, তাহার কারণ আছে।”

বড়বাবু। কারণটি শুনিতে পাই না কি?

যুবতী। না।

বড়বাবু। কেন?

যুবতী। আমি গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিলাম, আমার সঙ্গিরা আমাকে পীড়িত দেখিয়া ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। আপনি আমাকে কেন যত্ন করিয়া প্রাণে বাঁচাইলেন? আমি মরিলে বাঁচা অপেক্ষা আরও সুখী হইতাম।

বড়বাবু। আপনি আপনার জীবনী সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন, তাহা বলা অপেক্ষা না বলাই ভাল ছিল। কেননা তাহাতে আমি আপনার পরিচয়াদি কিছুই পাইলাম না, বরং শুনিয়া চিন্তিত হইয়াছি মাত্র।

যুবতী কহিলেন বলিতেছি, শুনুন। একদিন কোন লোকের মুখে শুনিলাম, আমার স্বামী আমার জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আরও আমি বালিকাকালে তাঁহাদের অবাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে যে অপদস্থ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি বালিকা বলিয়া তিনি কোন দোষই দেন নাই। এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি গোপনে তাঁহার নিকট লোক পাঠাইলাম, তিনি আমার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিলে পর, আমি তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলাম। “তোমার কোন দোষ নাই, দোষ আমার অদৃষ্টের, নচেৎ তোমার ন্যায় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিব কেন? উঠ, আমার সহিত কথা কও।” বলিয়া সাদরে হস্ত ধরিয়া তুলিলেন, আমি কাঁদিতে লাগিলাম। আমাকে সান্ত্বনা করিতে যাইয়া তিনিও ক্রন্দন করিতে লাগিল। এইরূপে আমরা উভয়ে কতক্ষণ ছিলাম, তাহা স্মরণ হয় না। আমাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাহাতে প্রথমতঃ অস্বীকার করিলেন, পরে আমার ক্রন্দন ও অনুনয় বিনয়ে বলিলেন,

সাধিব! তোমাকে গ্রহণ করিতে হইলে আমার মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হয়, আরও আমি বাটিতে একদণ্ড তিষ্ঠিতে পারিব না। আমার কনিষ্ঠা স্ত্রী বড়ই দুর্দ্দান্ত, সেতো তোমারিই ভগ্নি। আপনাকে বলিয়া রাখি, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলে পর আমার খুল্ল-তাত-পুত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যাহাহউক, আমি পুনর্ব্বার কাঁদিতে লাগিলাম। অনেক বাদানুবাদের পর তিনি আমাকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, মহাশয়! যদ্যপি আমার নারীজন্ম সার্থকের কথা কহেন, তাহাহইলে সেইদিন। স্বামী কি বস্তু, তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম সেইদিন। সেই দিনই আমাকে সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে।

বড় বাবু। কেন? তিনিতো আপনাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তবে এ কথা বলিতেছেন কেন?

"পূর্ব্বেই লোকদ্বারা তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াছিলাম, কোন লোকের বাটিতে তাঁহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে গেলে, আমার ভ্রাতারা কোনরূপে সংবাদ পান। তিনি আমার হস্তধারণ করিয়া আমাকে সান্ত্বনা সূচক কথা বলিতেছেন, এমন সময় আমার কনিষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতা দুইজনে আসিয়া তাঁহাকে বিস্তর অপমান করিলেন। তিনি সে অপমান কথনও বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।" বলিয়া যুবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

বড়বাবু। তিনিতো জানিতেন, ইহাতে আপনার কোন দোষ নাই, তবে গ্রহণ করেন নাই কেন?

"এই ঘটনার পর আমি একদিন তাঁহার নিকটে লোক পাঠাইয়াছিলাম, তিনিও পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করিয়া সেই লোকের বিস্তর অপমান করিয়াছিলেন। সে আমার পিত্রালয়ে আসিয়া সকল কথাই ব্যক্ত করিয়া দিল। ভ্রাতারা পূর্ব্বেই আমাকে বিস্তর লাঞ্ছনা করিয়াছিল, তাহার পর এই সংবাদ প্রাপ্তে আমাকে গৃহবহিস্কৃত করিতে উদ্যত হইল। মাতার অনেক কাকুতি মিনতিতে আমাকে যদ্যপিও বাটিতে স্থান দিল কিন্তু বধূদের বাক্যযন্ত্রণা আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল।

আমি উভয় কুল হারাইয়াছি, সুতরাং আমি জনমদুঃখিনী” বলিয়া যুবতী আবার কাঁদিল।

বড়বাবু যুবতীর কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। তাঁহাকে কি বলিবেন, কি বলিয়া সান্ত্বনা করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নিরব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

যুবতী বড়বাবুকে নিরব দেখিয়া কহিলেন, “আরও দুঃখের কথা আছে, কিন্তু সে সকল কথা আপনার শুনিয়া কাজ নাই, বরং ইহাপেক্ষা আরও দুঃখিত হইবেন। আমি গঙ্গা-স্নানের জন্য আসি নাই, আমি যোগিনী হইয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিব, ইহাই আমার উদ্দেশ্য।”

বড়বাবু দুঃখিত হইয়া কহিলেন, আপনার সকল কথাই শুনিলাম। আপনি যে বলিতেছেন যোগিনী হইবেন, তাহা ভিন্ন আপনার মনের শান্তি কোথায় হইবে। আর আমি আপ-নাকে কোথায় যাইতে বলিব। স্বামী এবং ভ্রাতাদের ব্যবহারের কথা সকল শুনিলাম, এ উভয় স্থানের কোন স্থানেই দেখিতেছি আপনার স্থান নাই। যাহাহউক, যদ্যপি আপত্য না থাকে, তাহা হইলে যে সময় আমি পশ্চিমযাত্রা করিব, সেই সময় আপনি আমার সহিত যাইবেন। তাহার পর আপনার ভ্রাতা-দিগকে পত্রদ্বারা জানাইব, তাঁহারা যদ্যপি সন্তোষজনক উত্তর দেন, উত্তম; নচেৎ আপনি আমার বাটিতেই থাকিবেন, আমি আপনাকে ভগ্নির ন্যায় যত্নে রাখিব।” আরও নানা কথা হইল, সে সকল বাজে কথা বলিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভাগী হইতে চাহি না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

"হৃদয়ের তাপ মম রেখেছি লুকায়ে।"

*　　*　　*　　*　　*　　*

কথিত ঘটনার পর ৪।৫দিন পরে একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বড়বাবু আপন কক্ষস্থ ছাদের উপর বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি হিন্দুস্থানী যুবা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড়বাবু কহিলেন, "আসুন লালাজি!" উত্তর প্রত্যুত্তর কথাগুলি হিন্দি-ভাষায় উক্ত হইয়াছিল, আমরা তাহা লিখিলাম না। চলিত ভাষায় তাহার উল্লেখ করিলাম। "রাম রাম বাবুজী" বলিয়া লালাজী নিকটস্থ আসনে উপবেশন করিলেন।

বড়বাবু সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন—এখন শরীর বেশ সুস্থ বোধ করিতেছেন তো? কোন গ্লানি থাকিলে আমাকে বলিবেন, আমি তাহার উপায় করিব।"

লালাজি। না—আমি বেশ সুস্থ হইয়াছি। আপনার উদারতাগুণে আমরা দুইটী ব্যক্তি প্রাণদান পাইলাম। আপনার দয়া অসীম, আপনার দয়া না হইলে সেই রাত্রেই আমাদের দুইটীকে জীবন্তই শৃগাল কুক্কুরে ভক্ষণ করিয়া ফেলিত।

বড়বাবু। আমি আপনার নিকট আমার গুণানুবাদ শুনিবার জন্যই কি ডাকিলাম? ও সকল কথা আপনি ছাড়িয়া দিউন, মানুষে মানুষের যত্ন কি উপকার করিবে না'ত বনের পশু আসিয়া উপকার করিবে! মানুষের যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহা করিয়াছি, তাহার বেশী আর কিছুই করি নাই। ভাবুন দেখি, আপনার বাটিতে আমি যদি পীড়িত হইতাম, তাহা হইলে আপনি কি আমার জন্য ওরূপ করিতেন না?"

লালাজি। একজনের বাটীতে একজন পীড়িত হইলে অবশ্য তাহার সাধ্যমত দেখা উচিত। কিন্তু আপনি পথিক আমিও পথিক আমি আপনার নিকটস্থ সরাইয়ে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলাম, আপনার ন্যায় কত লোক ছিলেন, আমাদের পীড়া দেখিয়া তাঁহারা পলায়ন করিলেন, কেহই ফিরিয়া দেখিলেন না। এ পীড়া হইলে যত্ন উপকার করা দূরের কথা কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। আপনি অনেক দূরে ছিলেন, আপনি রক্ষা করিলে কখনই রক্ষা পাইতাম না।

বড়বাবু। ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন, আমার সাধ্য কি? তা যা হোক আমি আপনাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? যদ্যাপি বিরক্ত না হন।

"বিরক্ত! আপনার কথায় বিরক্ত!!" বলিয়া লালাজি যুবকের মুখপানে কি জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া চাহিয়া রহিলেন।

বড়বাবু। এতদিন আপনি পীড়িত ছিলেন বলিয়া কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। পীড়ার সময় আপনার নিবাস জানিবার জন্য অনেক বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি আমার কোন কথারই উত্তর দেন নাই, মনে করিয়াছিলাম, বাটীতে সংবাদ দিয়া আপনার অত্মীয় স্বজনকে এখানে আনাইব।

লালাজি। আমি তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু তখন আমার শরীর এতই দুর্ব্বল, যে আপনার কথার উত্তর দিতে আমার কষ্ট বোধ হইয়াছিল, সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও বলিতে পারি নাই। যা হোক, সে জন্য দুঃখিত হইবেন না।

বড়বাবু। না—আপনি তখন পীড়িত, আপনি তো আর সুস্থ ছিলেন না, তাতে আপনার কোন দোষ নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনার নিবাস কোথা? এখানে কি গঙ্গাস্নানের জন্যই আসা হইয়াছিল, না আর কোন আবশ্যক ছিল?

লালাজি। সে অনেক কথা আপনার শুনিয়া কাজ নাই।

বড়বাবু। যদ্যপি আপত্য থাকে, তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি না।

"আপত্য আপনার নিকট কখনই হইতে পারে না। যখন আপনি আমার প্রাণদাতা স্বরূপ"। বলিয়া লালাজি যুবকের মুখপানে চাহিলেন।

বড়বাবু। আপনি পুনঃ পুনঃ কেবল ঐ কথাই বলিতেছেন, আপনার আর কোন কথা নাই কি ?

লালাজি। গুণের পুরস্কার তো আছে ?

বড়বাবু। না—আমি পুরস্কারের উপযুক্ত নহি। বরং ঐ কথা শুনিলে অধিক লজ্জিত হই।

লালাজি আপনি মহৎ ব্যক্তি, যাহাতে আমাদের কোন অনিষ্ট হয়, তাহা আপনি করিবেন না, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস; তাই যে উদ্দেশ্যে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলাম, তাহা আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন।

বড়বাবু। আমার এমন স্বভাব নহে যে আমাদ্বারা কাহারও কোন অনিষ্ট হয়; কোন ভয়ঙ্কর অথবা গোপনীয় ঘটনা হইলেও আমাকে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

লালাজি। আমার নিবাস ৺ বৈদ্যনাথের নিকটবর্ত্তী হরলাজুড়ি, আমরা ক্ষত্রিয়। আমরা তিন ভ্রাতা, একটী ভগ্নিও আছেন। ইহা ব্যতীত অপরাপর আরও তিন চারিটী নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। আমাদের দেশে এবং আমাদের জাতিতে লেখা পড়ার যত আদর হউক বা না হউক, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাই গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। পিতা যুদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন, সুতরাং আমার ও আমার জ্যেষ্ঠের জন্য তাহারই ব্যবস্থা হইয়াছিল, কনিষ্ঠ জমিদারী আদি কার্য্যের ভার লইলেন। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি বিষয় কার্য্য হইতে অবসর লইলেন। আমার জ্যেষ্ঠ যুদ্ধবিদ্যায় আমাপেক্ষাও অধিকতর ক্ষমতাবান হইলেন। আমি নিজের বুদ্ধির দোষে তাঁহার ন্যায় হইলাম না, পিতা তাঁহার অস্ত্রাচালনাদি দেখিয়া

অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন! আমাদের অস্ত্রশিক্ষার কিছুকাল পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকে গমন করিলেন। পিতা সেই শোকে কিছু দিন জীবন্মৃতাবস্থায় থাকিয়া পরলোক গমন করিলেন, সুতরাং আমাদের দুঃখের আর শেষ রহিল না; যদিও উদরান্নের জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইত না, তথাপি ভ্রাতা পশ্চিম যাত্রা করিলেন। আপনাকে বলিতে কি, এই সময়ে ভ্রাতার জীবনে একটী কলঙ্কারোপ হইয়াছিল, তিনি সেই কলঙ্কের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন, ইচ্ছা করিয়া তিনি পশ্চিম গমন করেন নাই।

বড়বাবু। তার পর?

লালাজি। পিতার ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুতে এবং তাঁহার দেশত্যাগে আমি জীবন্মৃত হইয়া রহিলাম। কোথা গিয়াছেন তখন তাহা জানিতাম না, অনেক অনুসন্ধান করা হইল, অনেক তীর্থ স্থান অনুসন্ধান করা হইল, কোথাও ভ্রাতার অনুসন্ধান পাইলাম না; হতাশ হইয়া বসিয়া রহিলাম, কিছুদিন গত হইলে পর জ্যেষ্ঠ বধূঠাকুরাণী পিত্রালয় হইতে আসিলেন, তখন তিনি বয়স্থা হইয়াছেন। তাঁহার ক্রন্দনে—আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দনে—ভগিনীর রোদনে আমাকে আরও শোকাকুলিত করিয়া তুলিল, আমি আর একদণ্ডও তিষ্ঠিতে পারিলাম না। বাটির ও জমীদারী ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া—স্বয়ং ভ্রাতার অনুসন্ধানে যাইব স্থির করিলাম, এমন সময় একজন লোক আসিয়া আমাকে একখানি পত্র দিল। পত্র পাঠ করিতে আনন্দাশ্রুতে চক্ষু পরিপূর্ণ হইল, পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলাম। সে পত্র আমার অগ্রজ আমাকে পাঠাইয়াছেন। ৪ বৎসর পর ভ্রাতার পত্র পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম, তাহা আপনাকে আর কি জানাইব। ভ্রাতা কানপুরে ইংরাজরাজের অধীনে হাবিলদারের পদ পাইয়াছেন; এবং তিনি যে সেখানে আছেন, সে কথা প্রকাশ করিতে আমাকে নিষেধও করিয়াছেন। যাহা হউক, আমি অগ্রজের কানপুরে অবস্থান ও ইংরাজরাজের

অধীনে কার্য্য করা ব্যতিত সকল কথাই প্রকাশ করিলাম। বধূ-ঠাকুরাণী ব্যাকুলা হইলেন, তাঁহার ইচ্ছা তিনি সেই দণ্ডেই ভ্রাতার নিকট গমন করেন, আমি অনেক বুঝাইয়া—আমি নিজে যাইয়া তাঁহাকে আনিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলে, তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। সেও আজি দুই বৎসরের কথা।

বড়বাবু। আপনার ভ্রাতা সমস্ত কথা ও বাসস্থান প্রকাশ করিতে কেন নিষেধ করিয়াছিলেন?

লালাজি। আপনার নিকট বলিতে বাধা নাই। আপনি আমাকে বাঁচাইয়া একটী অনাথ পরিবার রক্ষা করিয়াছেন, আমার মৃত্যু হইলে অনেকগুলি লোক মারা পড়িত। ভ্রাতার অজ্ঞাতবাস কেন, শুনুন।

"আমাদের বাটির নিকটেই এক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। কন্যাটী বাল বিধবা ছিলেন, কি রকমে বলিতে পারি না, ভ্রাতা সকল গুণের আধার হইলেও ঐ ব্রাহ্মণ কন্যার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রকাশ হইয়া পড়িলে অগ্রজ ঐ কন্যাকে লইয়া গোপনে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অগ্রজ ঐ কলঙ্কের বোঝা মস্তকে করিয়াই দেশ-ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার এমন ইচ্ছা নহে যে তিনি আর দেশে প্রত্যাগমন করেন, সুতরাং পত্রে আমাকে তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পাছে ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার গুহ্য কাহিনী সকল প্রকাশ করিয়া দেয়; এই কথা তাঁহার মত পত্র পাইয়াছিলাম, সকল পত্রেই উল্লেখ থাকিত। আমিও ভ্রাতার আদেশ মত কার্য্য করিয়াছিলাম, আমি আমাদের গ্রামে ভ্রাতা গোয়ালিয়রে আছেন, ইহাই প্রকাশ করিয়া-ছিলাম, অগ্রজের অনুমান মিথ্যা হয় নাই। ব্রাহ্মণ গোপনে আমার কথিত স্থানে যাইতেও ত্রুটী করে নাই। যদ্যপি আমি তাঁহার কথা অবহেলা করিতাম, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণ ভ্রাতাকে বিষম বিপদে ফেলিত, সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, ঐ ব্রাহ্মণ এক্ষণেও শত্রুতা সাধন করিতে ক্রুটী করিতেছে না, সুযোগ

পাইলেই কোন না কোন বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। মহাশয়কে কি সাধে বলিয়াছিলাম যে, আপনি আমাকে বাঁচাইয়া একটী অনাথ পরিবারকে রক্ষা করিলেন। ব্রাহ্মণের দুর্ব্বৃত্ত পুত্র আমাদের কুলে কালী প্রদান করিবার জন্ম সর্ব্বদাই সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছে। বলিতে কি, যদ্যপি আমার একটুও সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে আপনার নিকট হইতে এই দণ্ডেই বিদায় গ্রহণ করিয়া যাইতাম। আমার সর্ব্বদাই আশঙ্কা হইতেছে, পাছে সুযোগ বুঝিয়া দুর্ব্বৃত্তেরা অনর্থ ঘটায়।

বড়বাবু। কেন আপনি যখন বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলেন, তখন কি বাটিতে রীতিমত লোক রাখিয়া আসেন নাই? আর যদ্যপি এমনই জানেন, তবে বাটির বাহির হইলেন কেন?

লালাজি। মহাশয়! আমি ইচ্ছা করিয়া আসি নাই, ভ্রাতার অনুসন্ধান জন্যই আসিয়াছিলাম।

বড়বাবু। কেন—আপনার ভ্রাতা তো ইংরাজরাজের অধীনে কার্য্য করিতেছেন, তবে আর এখন অনুসন্ধানের আবশ্যক কি ছিল?

লালাজি। তিনি যদ্যপি ইংরাজরাজের অধীনে কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে আর অনুসন্ধান করিব কেন? আপনি কি সিপাহী বিদ্রোহের বিষয় শুনেন নাই?

বড়বাবু। হাঁ শুনিয়াছি।

লালাজি। সেই বিদ্রোহের সময় আমার ভ্রাতা তাহাতে লিপ্ত ছিলেন। পূর্ব্বে আমাকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছিলেন, তাঁহার অসীম সাহস, অতুল পরাক্রম, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কৌশল দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার পদোন্নতি করিয়া দিয়াছেন। দুই সহস্র সেনার নায়ক হইয়াছেন। ইহার কিছুদিন পরেই সিপাহী বিদ্রোহ হয়, ভ্রাতা তাহাতে প্রধান সহায়তাকারী। এই যুদ্ধের অবসান হইয়াছে, তিনি জীবিত আছেন, কি এই যুদ্ধেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি জানিতে পারি নাই, কেহ

কেহ বলিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুই নিশ্চয়। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি যেরূপ কৌশলী, তাঁহার মৃত্যু বিশ্বাস যোগ্য নহে। নানা জনে নানা কথা বলায় আমি স্বয়ংই ভ্রাতার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলাম। কানপুরে ভ্রাতার নাম করিবার উপায় নাই, অথবা আমি যে তাঁহার ভ্রাতা, একথা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। গোপনে গোপনে অনুসন্ধান করিলাম, কোন ফল হইল না। হঠাৎ কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বন্ধুটি ৺বৈদ্য নাথ জীউ দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন, ভ্রাতা তাঁহাকে আমার ঠিকানা বলিয়া দেন, এবং একখানি পত্রও দেন আমি যে তাঁহার ভ্রাতা, একথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পদোন্নতির সংবাদ তাঁহার দ্বারাই দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, তিনি আমাকে দেখিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন— সাদরে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। তাঁহার নিকট ভ্রাতার সংবাদ জানিলাম, তিনি যথাযথ বর্ণন করিলেন। যুদ্ধের অবসানে যখন ইংরাজের বিদ্রোহীর বিচার করেন, সেই সময়ে তিনি তাঁহাকে আপন আলয়ে রাখিয়া রাত্রযোগেই গোপনে পলাইতে পরামর্শ দেন এবং তাঁহার কোথায় থাকা উচিত, তাহাও তিনি বলিয়া দেন।

যুবক। তাহা হইলে আপনি এক প্রকার সন্ধান পাইয়াছেন বলিতে হইবে।

লালাজি। আজ্ঞা না। বন্ধু তাঁহাকে নাগরায় অঞ্চলে থাকিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। স্থান ঠিক জানিতেন না। ভ্রাতা আরও কিছুদিন তথায় থাকিতেন, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ কন্যা, ভ্রাতা যাহার জন্ম দেশত্যাগী দুর্ণামগ্রস্থ, সেই মায়াবিনীকে আপনার স্ত্রী বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত করিয়াছিলেন। ঐ পাপিনী ভ্রাতার অজ্ঞাতসারে অপর কোন পুরুষের প্রতি আসক্ত হইয়াছিল। বিদ্রোহী গ্রেপ্তার করিবার সময় ভ্রাতা যে এই কার্য্যে একজন প্রধান উদ্যোগী, সে তাহা প্রকাশ করিয়া

দেয়। পাছে ভ্রাতা তাহার এই ব্যবহার জানিতে পারে, পাপিনী তাহা অনুভব করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

যুবক। তাহার কি সন্ধান পাইয়াছেন?

লালাজি। না—তিন মাস কাল তথায় থাকিয়া এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। এক্ষণে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলাম; শুনিলাম বারুণীযোগ,—ভাবিলাম, ভাগলপুর হইয়া বাটি যাইব। আশা—যদ্যপি অগ্রজকে দেখিতে পাই। সেই মানসে এই ভাগলপুরে আসিয়াছিলাম, আমার পীড়া দর্শনে সমভিব্যাহারী লোকটী পলাইয়াছে, সে যদ্যপি প্রাণে বাঁচিয়া দেশে প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। কেননা আমাদের দেশের লোকে প্রায়ই জানে, এ পীড়া হইলে বাঁচে না, সুতরাং আমারও মৃত্যু নিশ্চয়।

যুবক। বলেন কি?

লালাজি আজ্ঞা হাঁ। তাহা হইলে আমার সমূহ বিপদ, কেননা দুইজন মাত্র চাকর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাদিগকে দুর্ব্বৃত্তেরা কোনক্রমে হস্তগত করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। মহাশয়! বলিব কি, আমার যদ্যপি চলৎশক্তি থাকিত, তাহা হইলে আমি আর এক দণ্ডও এখানে থাকিতাম না।

যুবক। অবশ্য চিন্তার বিষয় বটে। আমি আপনাকে এখানে দুইদিন থাকিতে পরামর্শ দিই। মনে করিতেছি, ৺ বৈদ্যনাথ দর্শনার্থে আমিও আপনার সমভিব্যাহারী হইব।

লালাজি। তাহা হইলে চরিতার্থ হই। এত ভাগ্য কি আমার বা আমার পরিবারবর্গের, যিনি আমার জীবন দান করিয়াছেন, আমরা স্বহস্তে কি সেই মহাত্মার চরণ সেবা করিতে পারিব?

যুবক। লালাজি! আপনার এরূপ বাক্য শুনিলে আমি কদাচই যাইব না। এরূপে অনেক তর্ক বিতর্কের পর তৃতীয় দিবসে তাঁহাদের সকলেরই যাওয়া স্থির হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত মন্ত্রণা।

"শরীর পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন।"

*   *   *   *

বৈশাখ মাস; অপরাহ্ন। হঠাৎ পশ্চিম দিকে এক খানি মেঘ দেখা দিল। প্রচণ্ড বায়ুর প্রভাবে দিগ হইতে দিগন্তর ব্যাপিয়া ছাইয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে ধূলরাশি বিকীর্ণ করিয়া স্থান ও প্রান্তর সমুদায় পরিপূর্ণ করিল। পথ চাহিয়া চলিবার উপায় নাই। দেখিতে দেখিতে দুই এক ফোঁটা করিয়া প্রবল বেগে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শিলা ও পড়িতে লাগিল। গৃহের বাহির হইবার কাহারও সামর্থ্য নাই। যাহারা প্রান্তরস্থিত পথে গমন করিতেছিল, তাহাদের কষ্টের সীমা রহিল না।

এই সময়ে শালকিয়ার জঙ্গলের নিকটবর্তী মহিষখোড় পর্বতের নিম্নে একখানি খড়োঘরে বসিয়া চারি পাঁচ জন লোকের পরামর্শ হইতেছে। এই সকল লোকের মধ্যে দুই জনকে, অপর তিন জন অপেক্ষা একটু ভদ্রলোক বলিয়া বিবেচনা হয়। অপর তিন জন চোয়াড়ের ন্যায়। ঐ তিন জনের মধ্যে এক জন দেখিতে আরও ভয়ঙ্কর। যত বড় সাহসীই হউন, হঠাৎ দেখিলে তাঁহার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইবে। মানুষে যতদূর কদর্য্য হইতে পারে, তাহা অপেক্ষাও এ ব্যক্তি কদর্য্য। আকারে এবং কথার ভাবে অপর দুই জন অপেক্ষা এই ব্যক্তি প্রধান অনুমিত হয়। অপর দুইজন যদিও ইহার ন্যায় আকার বিশিষ্ট নহে, তথাচ ইহারা যে নির্দ্দয়, তাহা তাহাদের আকারে স্পষ্টই লক্ষিত হয়।

১ম।—তুমি যে বল্লে, রাত্রি চার দণ্ডের মধ্যেই তারা এসে উপস্থিত হ'বে, তা হলে এখন আমি এত লোক কোথা পাই? বিশেষে আমাদের দল বল আজ এখানে উপস্থিত নাই, তারা থাক্‌লেও না হয় এক রকম কর্‌তেম। ঠাকুর! আজ তো কোন রকমেই হবার যো নাই।

ঠাকুর। দেখ আমি সদা সর্ব্বদাই তোমার সুখ্যাতি শুনে থাকি; তুমি মনে কল্লে অমন দশগণ্ডা জোয়ানকে নিজেই কাত কর্‌তে পার, তা এত পাঁচ ছ'জন লোক। তাতে আবার তোমরা তিন জন উপস্থিত আছ। এরা এক এক জন পঁচিশ জন লোকের মোহাড়া নিতে পারে। আর তোমর তো কথাই নাই। তা যা'হক, আমার কাজটী উদ্ধার কত্তেই হবে। আমি কায়মনোবাক্যে সদা সর্ব্বদা তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে থাকি, আর ৺বৈদ্যনাথকে জানাই, যে হে বাবা বৈদ্য-নাথ! যেন বংশীর পায়ে কুশাঙ্কুর না ফোটে।

বংশী। ঠাকুর! শুদ্ধ কি আশীর্ব্বাদ নিয়ে ধুয়ে খাব? যে টাকার কথা বল্‌ছো, তা আমাদের পাঁই পাঁচ করে বক্‌রা করতে গেলেও কুলোবে না।

ঠাকুর। তোমরা তিন জন আছ, ৪০৲ টাকা বড় কম নয়।

বংশী। আমরা কি তিন জনেই ঐ টাকাটা পাব ঠাকুর? আমাদের দলে যে যে লোক আছে, তাদের কি বক্‌রা দিতে হবে না?

ঠাকুর। তারা কোথায় যে, তাদের তুমি বক্‌রা দিতে যাবে? তারা যদ্যপি আমার কাজ করে দিতো, তা হলে বক্‌রা দিতে পার্‌তে। কাজ কর্‌বে তোমরা বক্‌রা নেবে তারা?

"আর তারা যে কামিয়ে আন্‌বে, তার আগ ভাগ যে আমাকে দেবে। আমি কামাই বলে কি তারা ভাগ পাবে না, একি হয় ঠাকুর? ধর্ম্মে সবে কেন?" বলিয়া বংশী একটু বিরক্ত হইল। সেই স্বরে সঙ্গী দুইজনও যোগ দিল। ক্রমশঃ একটু মুখ বাঁকাবাঁকি পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল।

ঠাকুর। তবে না হয়তো আর কি কর্‌বো? বল্লেন এক দিন যোগাড় করে সব খবরাখবর দে'ব তখন তোমরা দল বল শুদ্ধ গিয়ে যা আন্‌বে, তাতে তো আর আমি ভাগ নিতে আসবো না।

এবার বংশী ও অপর দুই জন আরও ক্রুদ্ধ হইল। একজন কহিল, "ঠাকুর! ও বাজে কথা ছেড়ে দাও, কবে কোন্‌ কালে কি হবে, তাই বলে এখন কি ফাঁকি দিতে চাও। আর আমরা যদ্যপি তা নাই পারি, তা হলে কি হবে?"

ঠাকুর। "আমার কথা কখন মিথ্যা হবে না, ভাল একবার না হয় দেখই তো?"

বংশী। কাজটা কি বড় সহজ? যে মুখের কথাতেই হবে? বাবা! যদি কোন গতিকে ধরা পড়ে যাই, তা হলে কি হবে বল দেখি?

ঠাকুর। আচ্ছা যাক্, না হয় আরও ১০ টাকা বেশী দেব। আমার কাজ উদ্ধার করে দাও, তার পর বেশ করে খুসী ক'র্‌ব বংশী হাতের টাকা ঠেলতে নাই বংশী!

বংশী। তা হলে কত হ'লো?

ঠাকুর। তা হ'লে মোট ৫০৲ টাকা হলো।

বংশী। একশোর কম কিছুতেই পারবো না।

ঠাকুর। তোমার তো একশোর উপর আদায় হবে।

বংশী। কিসে?

ঠাকুর। তাদের সঙ্গে যে একজন বড় মানুষ যাত্রী আছে, তার কাছে বিস্তর টাকা আছে। তা তো তোমরা পাবে?

বংশী। তাতে তোমার আবশ্যক কি? সেই সঙ্গে যদি পঁচিশ জন লোক থাকে, আর আমরা সেই পঁচিশ জনের সমস্ত লুটপাট করি? অপর কে আছে না আছে, তাতে তোমার দরকার কি ঠাকুর?

ঠাকুর। আমি তো তোমাকে প্রথমেই বলেছি, দুইজন লোককে নিকেশ করতে হ'বে। সরাইয়া যখন কুমার সিংহের

ব্যায়রামের খবর আমি পেলাম, তাড়াতাড়ি গিয়ে খুঁজে দেখি, ঐ বাঙ্গালী বেটাই তো কুমার সিংকে বাঁচালে। ও বেটার উপর আমার ভারি রাগ আছে। যেমন করে হো'ক, বাঙ্গালীটাকেও নিকেশ কর্ত্তে হবে। দেখ দেখি, আজ আমাকে কত খোসামুদী কর্‌তে হচ্ছে। আস্তে আস্তে সব গোল মিটে যেতো।

"ঠাকুর! যার বেটা পাওনা, তা ফাঁকি দেবে কেমন করে? যমের মা'র হলে আমাদের টাকাটা কেমন ক'রে আদায় হ'তো? কি ব'লো জীবন?" দ্বিতীয় ব্যক্তিকে লক্ষ করিয়া বংশী হাসিল, জীবনও অপরব্যক্তি সেই হাসির সঙ্গে যোগ দিল। হাসি থামিলে অনেক বাদানুবাদ এবং কসাকসির পর ৭০৲ টাকায় তাহাদের বন্দোবস্ত ঠিক হইল। ঠিক সন্ধ্যার পরেই তাহারা দলবল সহ খেজুরিয়ার জঙ্গলের ভিতর লুকায়িতথাকিয়া কাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। এবং ঐ ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য সাধন হইলে পর তাহাদের প্রাণে বিনষ্ট করিবে, অথবা ছাড়িয়া দিবে।

বন্দোবস্ত এই কয়েকটী সর্ত্ত থাকিল। আক্রমণকারী বংশী দলবল সহ ঐ দিনেই রওয়ানা হইল। ব্রাহ্মণ ও তাহার বিশ্বস্ত সঙ্গী প্রস্থান করিল। বংশী ও তাহার অপর দুইজন সঙ্গী আপনাদের দলস্থ লোক সকলকে ঠিক করিতে গমন করিল। দেখিতে দেখিতে স্থানটী নিস্তব্ধ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

"গহন কানন কিম্বা পাস্তর নগরে।
তন্ন তন্ন করি আজি খুঁজিব তাঁহারে॥"

* * * * *

আনন্দপুর,—জমীদার উমাচরণ সিংহের বাটী আজ আনন্দ-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ। গ্রামখানি সমৃদ্ধিশালী; অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোকের বাস। সারি সারি অট্টালিকাগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকায় গ্রামের উন্নতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। বাটী গুলির কোন খানি নূতন, কোন খানি পুরাতন, কোন খানির বা অর্দ্ধ সংস্কারাবস্থা, আবার কোনখানি বা ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে। সকল গুলিই যে ইষ্টক নির্ম্মিত, তাহা নহে। ইহার মধ্যে মধ্যে দুই এক খানি খড়েরঘরও দৃষ্ট হয়। সুতরাং দেখিতে গেলে গ্রামের অধিকাংশ লোকেই বিষয়ী ও কর্ম্মঠ। বোধ হয়, গলগ্রহ গোছের লোক অতি অল্পই আছে। সকলেই অগ্নানী, অপ্রবাসী।

পল্লিগ্রামে রাজধানীর দূরে এরূপ ভাবের পল্লিগ্রাম অতি অল্পই দেখা গিয়া থাকে। কথিত আছে, জমীদার উমাচরণ সিংহের মাতামহ শশীশেখর রায়, পূর্ব্বে বর্দ্ধমান রাজসংসারে সদর নায়েব ছিলেন। জমীদারী আদির সমস্ত কার্য্য তাঁহারই তত্বাবধানে থাকিত। তিনি বাকী পড়া মহালগুলি সন্তানাদি না থাকায় কন্যার নামে নিজেই খরিদ করিতেন। এইরূপে তিনি পরগণার পর পরগণা খরিদ করিয়াছিলেন। তৎকালীন লোকে তাঁহাকে নানারূপ নিন্দাবাদ করিত। বাস্তবিকই তিনি একজন সুচতুর লোক ছিলেন। অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজে এক জন প্রবল পরাক্রান্ত ভূস্বামী হন। অনেকের মুখে শুনা যায়, তাঁহার মাতা একবার ৺ জগন্নাথ দেব দর্শনার্থ পুরী-

ধামে যাত্রা কালীন আপন পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "বাবা শশি! আমি ইচ্ছা করি, দক্ষিণে যাবার, তা বাবা আমার এমন ইচ্ছা নয় যে, কা'রও মাটী দিয়ে আমাকে যেতে হয়।" প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার শশীশেখর বুঝিলেন, মাতার ইচ্ছা আমি পুরী পর্য্যন্ত জমীদারী খরিদ করি। শশীশেখর কার্য্যে তাহাই করিলেন। পুরী পর্য্যন্ত সমস্ত জমীদারী দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ মূল্য দিয়া খরিদ করিলেন। মাতাকে বলিলেন, "মা! আর কারও মাটীতে আপনাকে পা দিতে হ'বে না।" শশীশেখর বাবুর ক্ষমতার ও মাতৃভক্তির পরিচয় এইখানে বিলক্ষণ পাওয়া যায়।

জমীদারী আদির কার্য্য তিনি এতদূর বুঝিতেন যে, কবে কোন্ দিনে কোন্ পরগণা খরিদ করিয়াছিলেন। এবং কত গুলি কর্ম্মপ্রার্থী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। কে কেমন লোক, একবার মাত্র দেখিলেই তাহাকে বলিয়া দিতে পারিতেন। একদিন কোন লোক তাঁহার নিকট কোন পরগণার নাএবী পদপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে স্পষ্টই বলিয়া দিলেন, "তোমাকে যদ্যপি আমি নিযুক্ত করি, তাহা হইলে প্রজার ধন, প্রাণ, কুলমান রক্ষা করা দায় হইবে।"

বহুসংখ্যক লোক তাঁহার নিকট প্রতিপালিত হইত। শুনা যায়, জমীদারী কার্য্যের জন্য তাঁহার সংসারে সাড়ে নয়শত মুহুরি দিবারাত্র কার্য্য করিত, ঐ সকল লোককে চাউল আদি যোগাইত বলিয়া "চাল্‌কে বাটী, দুগ্ধ যোগান দিত বলিয়া দুধপুর" ইত্যাদি গ্রামের নাম করণ হইয়াছিল। তিনি যে সকল কর্ম্মচারিকে ভালবাসিতেন, তাঁহাদিগকে আনাইয়া নিজ গ্রামে নিজ ব্যয়ে বাটী প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এই জন্যই আনন্দপুরের এতগুলি সম্পত্তিপন্ন লোকের বাস।

জমীদার শশীশেখর বর্দ্ধমানের চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া নিজ গ্রামের উন্নতিকল্পে মনোযোগ দেন। নিজ বাটী খানিতে এক খানি গ্রাম পূর্ণ হইয়াছিল। বাটীর চারিদিক পরিখা বেষ্টিত। সদর বাটি, দেওয়ান বাটী, কাছারী বাটী, আমলা-

খানা, শাস্ত্রীখানা, নহবতখানা, ভোজবাটি, খাসদরবার, বিলাস-বাটি পুষ্পোদ্যান-বাটি, উদ্যানবাটি, কুঞ্জবন, দোল, রাস ইত্যাদিতে অনুমান সাতহাজার বিঘা জমি ব্যাপৃত করিয়া বাটি করিয়াছিলেন। কোন বিষয়ের অপ্রতুল ছিল না। অপ্রতুল ছিল, কেবল সন্তানের। ইন্দ্রতুল্য বিষয় বিভব হইল, কিন্তু সন্তান হইল না; কেবল মাত্র এক কন্যা। "ধন পুত্রে লক্ষ্মী লাভ" সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

সমান দরের লোক না পাওয়ায়, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুযায়ী বন্ধু বেণীমাধব সিংহের পুত্রের সহিত কন্যা অহল্যার বিবাহ দিলেন, এবং সন্তানাদি না থাকায় স্বীয় বাটিতেই জামাতাকে আনিয়া বিষয় বিভবের হিসাব দেখিতে বলিলেন। বন্ধু বেণীমাধব সিংহকে নিজ গ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে মনোহরপুরে স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, এমন একটি পরগণাও তাঁহাকে প্রীতি উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। উমাচরণ সিংহ শ্বশুরের বিষয় বিভবাদি বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। শুদ্ধ দেওয়ানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি কখনও নিশ্চিন্ত হইতেন না। তিনি কখন মনোহরপুরে কখনবা আনন্দপুরে থাকিতেন। বৎসরে এগার মাস আনন্দপুরে, এক মাস মনোহরপুরে বাস করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে প্রবল পরাক্রান্ত জমীদার শশীশেখর রায়ের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আপন বৈবাহিক বেণীমাধব সিংহ ও তাঁহার অপর অপর পুত্রকে আনাইয়া নিকটস্থ প্রধান প্রধান লোকের সমক্ষে তাঁহার একমাত্র কন্যাকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী করিলেন। জামাতাকে উক্ত সম্পত্তির পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া, কোন সম্ভ্রান্ত আত্মীয়কে জামাতার চরিত্রাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে আদেশ করিলেন। জামাতা বাৎসরিক ছয় হাজার টাকা করিয়া বৃত্তিস্বরূপ পাইবেন। ঐ বৃত্তির টাকা তিনি ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারিবেন। জামাতার ভ্রাতারা মূল সম্পত্তির মধ্যে কোনরূপ দাবী দাওয়া করিতে

পারিবেন না, তবে জামাতা নিজ বৃত্তি হইতে ইচ্ছা করিলে দিতে পারিবেন। ইত্যাদি নানারূপ সর্ত্তে তিনি এক খানি উইল প্রস্তুত করিয়া, পর দিন ভাগীরথী তীরে দেহ ত্যাগ করিলেন। মহাসমারোহে শশীশেখর রায়ের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। কন্যা ত্রিরাত্র শ্রাদ্ধের পাত্রী, সুতরাং প্রথানুযায়ী শ্রাদ্ধ হইল। শ্রাদ্ধের দিন হইতে একমাস কাল, নিয়ত ব্রাহ্মণ ও অতিথি ভোজন চলিয়াছিল।

শশীশেখর রায়ের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হইল। পূর্ব্ব প্রথামত তাঁহারও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইয়া গেল।

কিছুদিন গত হইলে পর উমাচরণ সিংহের এক কন্যা ভূমিষ্ট হইল। মহা সমারোহে কন্যার অন্নপ্রাসন উপলক্ষে বহুল অর্থ ব্যায় করিলেন। ক্রমে কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে নানা স্থানে সম্বন্ধ স্থির করিয়া পরে বেলগ্রাম নিবাসী সারদাসুন্দর চৌধুরীর প্রথম পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। নিজে ঘরজামায়ে হইয়াছিলেন বলিয়া কন্যাকে আর সেরূপ করিলেন না।

যদিও সারদাসুন্দর চৌধুরী, উমাচরণ সিংহের মত ধনবান নহেন, তথাপি মান সম্ভ্রমে উমাচরণ সিংহের অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

অর্থ থাকিলেই মহৎব্যক্তি হওয়া যায়, সহস্র দোষ থাকিলেও অর্থবলে তাহা চাপা পড়িয়া যায়, তখনকার লোক এ সংস্কারের বশবর্ত্তী ছিল না। সুতরাং বহুল অর্থ থাকিলেও ঘরজামায়ে উমাচরণ সিংহ সারদাসুন্দর চৌধুরীর নিকট শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিলেন না।

সারদাসুন্দর চৌধুরীর চারিটী পুত্র। তাহার মধ্যে দেবেন্দ্র সুন্দর চৌধুরী জ্যেষ্ঠ। পুত্রের বিবাহ দিবার পূর্ব্বেই মধ্যম পুত্র শ্যামসুন্দর চৌধুরীর মৃত্যু হয়। বিবাহের পর আর একটি এবং কনিষ্ঠ পুত্রটি অসময় হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

সারদাসুন্দরের পত্নী এই অল্পকাল মধ্যে তিনটী রত্নবিশেষ পুত্র হারাইয়া শয্যাগত হন। সেই রোগেই তাঁহাকে ইহসংসার ত্যাগ করিতে হয়। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে সারদাসুন্দরও প্রাণত্যাগ করেন। জমীদারী আদি যাহা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সমস্তই দেবেন্দ্রসুন্দরের হস্তে ন্যস্ত হইল। সারদাসুন্দর চৌধুরী ও অপরাপর আত্মীয়েরা কহিল, "অলক্ষণা কন্যা গৃহে আনাতেই এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে।"

সারদাসুন্দর চৌধুরী অতিশয় তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি কোন দিন কোন লোকের মুখে শুনিয়াছিলেন, তাঁহার বৈবাহিক তাঁহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট কন্যাদান করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বদাই ব্যথিত। সেই কথা শুনিয়া তিনি সেই দিনই লোক পাঠাইয়া বলেন, "সারদাসুন্দর চৌধুরী নিকৃষ্টের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ভ্রমে পড়িয়া পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ভ্রম ঘুচিয়াছে, তিনি সেই কন্যাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবেন না, পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিবেন।" দাম্ভিকতা পরিপূর্ণ বাক্যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী উমাচরণ সিংহ সুখী হইতে পারিলেন না। তিনিও তদুত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন, "কন্যার বিবাহ দিবার যদ্যপি কোনরূপ বিধি থাকিত, তাহা হইলে তাহাই করিতাম; মনে করিব কন্যা বিধবা হইয়াছে।" পরস্পর এইরূপ বাদ বিসম্বাদের পর প্রথমে তত্ত্বতল্লাশ, শেষে তাঁহাদের পত্রাদি পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছিল। সারদাসুন্দর চৌধুরী পুত্রের বিবাহ দিতে চাহিলে, পুত্র দেবেন্দ্রসুন্দর তাহাতে অসম্মত হইল।

কিছুদিন এইরূপে গত হইলে পর সারদাসুন্দর চৌধুরী পরলোক গমন করেন। সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দেবেন্দ্রনাথের হস্তে পড়িল। হঠাৎ অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইলে, অপরিণত বয়স্কের যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, দেবেন্দ্রনাথের তাহাই হইল। দুই একটী করিয়া ক্রমে বহুতর তোষামদকারী বন্ধু যুটিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহারা দেবেন্দ্রবাবুকে অসৎপথে

আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ক্রমে হইলই তাহাই। দেবেন্দ্রবাবু ঘোর বিলাসী হইয়া উঠিলেন, বিলাসের সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু হইবার তাহাও হইল।

আনুসঙ্গিক দোষগুলি একে একে দেবেন্দ্রবাবুর হৃদয় অধিকার করিল। যে যাহা পাইল, অল্পে অল্পে উদরসাৎ করিতে করিতে আরম্ভ করিল। জানিতে পারিলেও কাহাকেও কিছু বলিলেন না; ক্রমে ক্রমে দেনা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। এক দেনা যায় আবার নূতন দেনা উপস্থিত হয়। একবার কালেক্টরির খাজনার যোগাড় হইল না, জমীদারী বন্ধক দিলেন। অজন্মায় প্রজা খাজনা দিল না, সুতরাং ঋণ পরিশোধ হইয়া উঠিলনা। কিস্তীর পর কিস্তী আসিল, টাকা দিবার ক্ষমতা নাই, পূর্ব্ব ঋণদাতার নিকট চাহিবারও কোন পথ রহিল না। বন্ধকী সম্পত্তি, নূতন কোন লোকের নিকট হস্তান্তর করিবার উপায় রহিল না। জমীদারী যায় যায় হইয়া উঠিল, কাজেই পূর্ব্ব ঋণদাতার নিকট দাঁড়াইতে হইল।

পূর্ব্বঋণ পরিশোধ না হইলে সে ব্যক্তি আর টাকা দিতে পারিবেন না বলিল। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ৬ মাসের করারে প্রথম বারের ও সুদ এবং উপস্থিত ক্ষেত্রের টাকা, দ্বিগুণ সুদের হারে কর্জ্জ লইলেন। যদিও সে ক্ষেত্রে কোন রূপ মান বাঁচিল বটে, কিন্তু আট মাস গত হইয়া গেল, তবুও টাকার যোগাড় হইলনা। মহাজন টাকার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল, নালিসের ভয় দেখাইল, শেষে যথার্থই নালিস হইল।

দেবেন্দ্রসুন্দর লজ্জায় আর মুখ দেখাইতে পারিলেন না; অগত্যা বিশ্বস্ত ভৃত্যদ্বয়কে লইয়া গোপনে বেলগ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। শ্বশুরালয় যাইলেন না, তাহাকে জানাইলে অবশ্যই ঋণশোধের উপায় হইত। নিজে শ্বশুরের অপমান করিয়াছেন, তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করেন নাই—আত্মীয় স্বজনের কথা শুনেন নাই—যাইবেন কিরূপে। স্ত্রী ব্যতিত সংসারে

আপনার বলিতে কেহই নাই, সেই স্ত্রীই যখন পরিত্যক্ত, তখন সংসারাশ্রমে থাকিয়া আর ফল কি?

এই সকল বিষয় ভাবিয়া ভৃত্যগণকে একে একে জবাব দিলেন। বাটির বৃদ্ধ সরকার ও পুরাতন দ্বারবান দেবেন্দ্রকে সন্তানের ন্যায় কোলে পিঠে করিয়া মহন্নুষ করিয়াছে, তাহারাই কেবল এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। সংসারে কেহ না থাকায়, বৃদ্ধ সরকার "প্রভুপুত্রের যে গতি, তাহারও সেই গতি' ভাবিয়া তাঁহার সহচর হইল। দ্বারবানও তাহাই ভাবিল।

আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে ভাগলপুরে যে বড়বাবু, বিহারী সরকার, লালসিংকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম, তিনিই আমাদের সারদাসুন্দর চৌধুরির জ্যেষ্ঠপুত্র বড়বাবু। সঙ্গের সহচর—বাটির সরকার বিহারী ও দ্বারবান লালসিং।

জমীদার উমাচরণ সিংহ প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, বৈবাহিকের সহিত মনান্তর বেশী দিন থাকিবে না। তিনি যেরূপ প্রবল পরাক্রান্ত জমীদার, কালক্রমে বৈবাহিক অবশ্যই তাঁহার নিকট ক্রটী স্বীকার করিবেন। দুরন্তকাল তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইতে দিল না, সারদাসুন্দর তাঁহার গ্রাসে পতিত হইলেন।

বৈবাহিক ইহলোক ত্যাগ করিলেন। অতঃপর জামাতা অবশ্যই তাঁহার সম্মান রক্ষা করিবে! কিন্তু জামাতাও তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন।

দেবেন্দ্রসুন্দর চৌধুরী শ্বশুরালয়ে পিতার মৃত্যু সংবাদ পাঠাইলেন, শ্রাদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে জমীদার উমাচরণ সিংহের কন্যা তাঁহার বাটিতে আসিল। অপরাপর দশজন আত্মীয় যেমন তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইল, দেবেন্দ্র বাবুর স্ত্রীও তদ্রূপ তাঁহার বাটিতে স্থান পাইল মাত্র।

শ্বশুরবাটি হইতে যে সকল দ্রব্য আসিল, দেবেন্দ্রবাবু তাহার কিছুই গ্রহণ করিলেন না। যথাকালে জমীদার সারদাসুন্দর চৌধুরীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। শ্বশুর শ্রাদ্ধকালে

আসিয়া দেবেন্দ্র বাবুকে তাঁহার কন্যা গ্রহণ জন্য বিস্তর অনু-রোধ করিলেন—অনুরোধ রক্ষা হইল না। শ্রাদ্ধের পর উমা-চরণ সিংহ আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া কন্যাকে আন-ন্দপুরের বাটিতে লইয়া গেলেন। দেবেন্দ্রবাবু পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করিয়া কথাই কহিলেন না।

উমাচরণ সিংহ দারুণ অপমানে অপমানিত হইয়া, তিনি বৎসরকাল জামাতার আর কোনরূপ তত্ত্বাদি লইলেন না। কন্যা বয়স্থা হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব ক্রোধও অপনীত হইতে লাগিল। একবার জামাতার বাটীতে লোক পাঠাইলেন, শুনিলেন,—জামাতা কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে দেশ-ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। চক্ষে জল আসিল, প্রাণ বিচলিত হইয়া উঠিল। বাৎসল্য স্নেহে পূর্ব্ব অপমান, পূর্ব্ব ক্রোধ ভাসিয়া গেল। কন্যার হা হুতাশে, গৃহিণীর রোদনে, প্রাণ আরও অস্থির হইয়া উঠিল। বেলগ্রামে অনুসন্ধানার্থ স্বয়ং যাত্রা করিলেন। যাইয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে হৃদয় আরও বিচলিত হইয়া উঠিল। কুসঙ্গে মিশিয়া জামাতা সর্ব্ব স্বান্ত হইয়াছেন—জমীদারী হারাইয়াছেন—স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়া আজ দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। শোকে, ক্ষোভে, দুঃখে, হৃদয় আরও আকুল হইয়া উঠিল।

মহাজনের নিকট গেলেন—তাঁহার প্রাপ্য টাকা দিতে চাহি-লেন—সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে বলিলেন,—মহাজন কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। নীলাম-খরিদা সম্পত্তি, কাহার সাধ্য অন্যে লয়। ক্রমে কথান্তর পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল। "আচ্ছা দেখা যাবে" বলিয়া উমাচরণ মহাজনকে শাঁসাইয়া চলিয়া গেলেন। একবার সারদাসুন্দর চৌধুরীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিলের নিকট গমন করিলেন, তিনি যথাসময়ে আপনার মক্কেলকে সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহারও নিদর্শন দেখাইলেন। ক্রমে আদালতে নালীস উপস্থিত হইল, জামাতার পক্ষ হইয়া জমীদার উমাচরণ সিংহ মোকদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। মোকদ্দমার মূল

বিবরণ, দেবেন্দ্রসুন্দর চৌধুরী মোকদ্দমা রুজু হইবার বহুদিন পূর্ব্বে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। জালিয়াৎ লোকের মিথ্যা প্রবঞ্চনায় এ মোকদ্দমা তাঁহার অজ্ঞাতে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। অর্থবলে বিস্তর সাক্ষী সংগৃহীত ও সাক্ষ্যবাক্যে তাহাই সপ্রমাণিত হইল। প্রথমসাক্ষী-পেয়াদা, যে ব্যক্তি শমন ধরাইয়াছিল। হাকিম দেবেন্দ্র চৌধুরীর আকৃতি, বয়স, বাটী ইত্যাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে পেয়াদা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিল। উকিলের কূট প্রশ্নে—সাক্ষীদের বাক্যে—উমাচরণ সিংহের তাঁহারে মোকদ্দমা সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল।—আসমী (মহাজন) ফৌজদারী সোপরদ্দ হইল।—পর পর আদালতে বিচারে মহাজনের সাতবৎসর কারাদণ্ড হইল।—আপীল করিল, তাহাতেও তাহার মুক্তি হইল না। আজ আনন্দপুরে তাই আনন্দোৎসব। হর্ষ বিষাদ—দেবেন্দ্রসুন্দর নিরুদ্দেশ।

মোকদ্দমা জয়ের পূর্ব্বাপর জমীদার উমাচরণ সিংহ জামাতার অনুসন্ধানে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার একটী বিশ্বস্ত অনুচরকে এই অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। যতই অর্থব্যয় হউক, জামাতার অনুসন্ধান করিতেই হইবে। সে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিল, যতদিন দেবেন্দ্রবাবুর অনুসন্ধান না পাইবে, ততদিন গৃহে প্রত্যাগমন করিবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিপন্নাবস্থা।

"অকূল পাথারে পড়ি কূল নাহি পাই।
বিপাকে পড়িয়া আজি জীবন হারাই॥"

* * * * * *

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই মাত্র ঝড় বৃষ্টি থামিয়াছে, পৃথিবী গম্ভীরতা সহ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। একটু বাতাসেরও গন্ধ নাই। বৃক্ষপত্র হইতে টপাটপ করিয়া জল মাটিতে পড়িয়া পৃথিবীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। জন মানবের শাড়া শব্দ নাই, নিতান্ত দায়গ্রস্ত না হইলে এ হেন ভূর্দ্দিনে কেহই ঘরের বাহির হয় না। টাড় নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী কয়েকটী বৃক্ষতলে দুইখানি গো শকট দাঁড়াইয়া আছে।

বৈদ্যনাথের ছয়ক্রোশ দূরে এই গ্রামখানি অবস্থিত। আমরা যে স্থানের উল্লেখ করিতেছি, ঐ স্থানটী কেবলমাঠ ও জঙ্গলময়। দুই এক ক্রোশ গমন করিলে পর, কচিৎ দুই একখানি গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত দেশের লোক উহাকে গ্রাম কহে। আমাদের দেশের ন্যায় বহুলোক ও বহুজাতি পূর্ণ গ্রাম সেখানে অতি অল্পই দেখা গিয়া থাকে। আমরা যে গ্রাম খানির কথা উল্লেখ করিতেছি, সেখানিও ঐরূপ তিন চারি-ঘর লোকমাত্র বাস করিয়া থাকে। ঐ তিন চারি ঘরের মধ্যে এক ঘর কেবল ব্রাহ্মণ, বক্রী তিন ঘর ইতর জাতীয়। ইহারা বড়ই ভীতু ও নিরীহ স্বভাবের লোক।

এই গ্রামের উপর দিয়া ভাগলপুর যাইবার সরকারি পথ গ্রামের উত্তর পূর্ব্ব দিকে সরকারি রাস্তার উপর এই বৃক্ষশ্রেণী, এই বৃক্ষতলের নিম্নেই দুইখানি গো-শকট দণ্ডায়মান। এক

খানি শকটের ভিতর একটী স্ত্রীলোক; অপর খানিতে দুই জন যুবক ও একজন প্রাচীন লোক। তদ্ব্যতীত দুইজন গাড়োয়ান, একজন দ্বারবান।

পাঠকের জানিতে বাকি নাই, ভাগলপুরের বড়বাবু দেবেন্দ্র সুন্দর চৌধুরী, পীড়িত যুবা কুমার সিংহ, বৃদ্ধ বেহারী সরকার, লালসিংহ ও পীড়িত যুবতী।

বৃষ্টি থামিলে গাড়ির ভিতর হইতে দেবেন্দ্রবাবু ও কুমার সিংহ অবতরণ করিলেন। নাম ও পরিচয়াদি জানিলেও দেবেন্দ্রবাবু কুমার সিংহকে লালজি বলিয়া ডাকিতেন। তাই কহিলেন, "লালজি! নিকটে কি থাকিবার স্থান পাওয়া যাইবে না? গরু গুলিও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং আমাদের বস্ত্রাদি ভিজিয়া গিয়াছে, আশ্রয় পাইলে সেইখানে অদ্য রাত্রিতে থাকিতাম।"

কুমারসিংহ। আরও পোয়াটাক পথ গেলে আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আশ্রয় যে পাই, এমন বোধ হয় না। তিন চারি ঘর লোকের বাস আছে মাত্র; বোধ হয় তাহারা ইতর জাতীয় হইবে।

দেবেন্দ্র। ভদ্রলোকও তো থাকিতে পারে? একবার না হয় দেখুন না? যদ্যপি একটু স্থান পাওয়া যায়।

কুমারসিংহ। না— এ স্থানে ভদ্রলোক থাকার সম্ভাবনা নাই, ভদ্রলোক কখন এমন জাগায় বাস করিতে পারে না।

দেবেন্দ্র। একবার দেখুন না কেন?

দেবেন্দ্র বাবুর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে অগত্যা কুমারসিংহ গ্রামের দিকে চলিয়া গেলেন। গাড়োয়ানদিগকে স্থানটি নিরাপদ কি না জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না। স্থানের ভাল মন্দ বিষয়ে সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া দেবেন্দ্র বাবু, লালসিংহ ও বিহারীসরকারের সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে যুবতীও তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইল। যুবতী কহিল, "বাবু! আপনার বস্ত্রাদি

ভিজিয়া গিয়াছে, অন্য বস্ত্রাদি পরিধান করুন।”

দেবেন্দ্র। না,—অল্প ভিজিয়াছে মাত্র। এখনই শুকাইয়া যাইবে।

এ কথায় যুবতী সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, তাড়াতাড়ি আপনার গাড়িতে গিয়া একখানি শুষ্কবস্ত্র আনিয়া দেবেন্দ্রবাবুর হাতে দিয়া কহিল, “এইখানি পরুন।”

দেবেন্দ্র সকল কাপড় যখন ভিজিয়া গিয়াছে, তখন এ শুক্‌নো কাপড় খানি কোথায় পাইলে? বৃষ্টির জন্য একখানিও শুষ্কবস্ত্র নাই।

যুবতী। কেন,—চটিতে আপনি স্নান করার পর শুকাইলে আমি তুলিয়া রাখিয়াছিলাম। বৃষ্টির সময় ঐ কাপড়ের উপর বসিয়াছিলাম, তাই ভিজে নাই। জানি বৃষ্টিতে আমাদের বড়ই কষ্ট হইবে, কাজেই যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম।

দেবেন্দ্র। আমা অপেক্ষাও তো আপনার ভিজা কাপড় আপনিই উহা পরিধান করুন। আমার কাপড় সামান্য ভিজিয়াছে মাত্র।

যুবতী। বাবু! আমার সকল সহ্য হয়। আমার কি মৃত্যু আছে? আপনারা কখন দুঃখের মুখ দেখেন নাই, কখনও কষ্ট সহেন নাই, আমরা অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছি। ভিজা কাপড় থাকিলে আপনার অসুখ করিবে।”

দেবেন্দ্র। আমার সুস্থ শরীর, আমাপেক্ষা আপনি সহস্র গুণে দুর্ব্বল, মোটে দুইদিন মাত্র আপনি পীড়া হইতে মুক্তি-লাভ করিয়াছেন; আপনিই উহা পরিধান করুন।

যুবতী কিছুতেই সম্মত হইল না। কোনক্রমে কথায় না পারিয়া শেষে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া দেবেন্দ্রবাবু হাসিতে লাগিলেন। অবশেষে বিহারী সরকারেরও অনুরোধ উপরোধ চলিতে আরম্ভ হইল। দুই-জনকে তর্কে পরাস্ত করিতে না পারিয়া দেবেন্দ্রবাবু বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন এবং আপনার বস্ত্রাধার হইতে তিনখানি অপেক্ষাকৃত

শুষ্ক বস্ত্র বাহির করিয়া যুবতী ও বিহারী সরকারকে দিলেন। একখানি কুমারসিংহের জন্য রাখিলেন। দ্বারবান ও গাড়োয়ানদ্বয় পূর্ব্ব হইতেই গাড়ির নিম্নস্থ খড়কুটা সংগ্রহান্তর আলাইয়া বস্ত্রাদি সেকিয়া লইল।

বিষণ্ণবদনে কুমারসিংহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হওতঃ কহিল, "মোটে চারিঘর লোকের বাস, একঘর ব্রাহ্মণ, বাকী তিন ঘর ইতর জাতীয়, পাশী ও ডম। শূকরের বিষ্ঠায় বাড়ীতে পদার্পণ করা যায় না। তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। ব্রাহ্মণের এমন স্থান নাই যে আমাদিগকে আশ্রয় দেয়। ঘরগুলি ভাঙ্গা, ঘরের ভিতরে একটুও শুষ্ক স্থল নাই। তাহারাই দাঁড়াইয়া আছে, সুতরাং স্থান দিবে কোথায় ?"

দেবেন্দ্রবাবু কহিলেন, "তবে উপায় ? এস্থানে তো আর থাকা যেতে পারে না ?"

কুমার। চলুন, যাওয়া যাক্। দাঁড়াইয়া থাকিলে তো কোন উপায় নাই।

দেবেন্দ্র। গাড়ির ভিতর বসিবার স্থান নাই। চলুন—গাড়ির পশ্চাতে পশ্চাতে হাঁটিয়া যাই।

কুমার। অগত্যা।

দেবেন্দ্র। আপনার হাতে ও কি, লাঠি নাকি ?

কুমার। আজ্ঞা হাঁ। পথ বড় কদর্য্য শুধু হাতে যাওয়া ভাল নয়।

দেবেন্দ্র। এখান হইতে আপনার বাটি কতদূর হইবে ?

কুমার। আন্দাজ চারি ক্রোশ।

দেবেন্দ্র। চলুন দুর্গা ব'লে যাত্রা করা যাক্। স্থান পাওয়া যায় তো না হয় থাকা যাবে।

কুমার। নিকটে আর স্থান নাই, স্থান যা আছে, তা আমার বাড়ীর নিকট। এখান থেকে বেরুলে পর পথে কেবল মাঠময়ই পাবেন।

অনুমতি ক্রমে গাড়োয়ানদ্বয় গাড়ি ছাড়িয়া দিল। বিহারী সরকার বৃদ্ধ বলিয়া গাড়িতে যাইয়া উপবেশন করিল। যুবতী অন্য গাড়িতে উঠিল। সর্ব্ব পশ্চাতে লালসিং আলোক হস্তে বাবুদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উদ্বিগ্নতা।

"গেল না কেন প্রাণ সইরে,
তারই বিচ্ছেদে।"

* * * * *

আনন্দপুর। জমীদার শশীশেখর রায়ের সাধের পুষ্প-বাটিকার একটী পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী করতলে কপোল বিন্যস্ত পূর্ব্বক একমনে কি চিন্তা করিতেছে। যুবতী সম্মুখে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া আছে, কি সম্মুখস্থ গোলাপ পুষ্পের প্রতি চাহিয়া আছে, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। দৃষ্টি পলকশূন্য; হঠাৎ কেহ দেখিলে মনে করিতে পারেন, এটীও প্রস্তরমূর্ত্তি। সংজ্ঞা আছে কিনা, নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে কিনা তাহাও অনুমান করা দুষ্কর। চক্ষু জল ভারাকীর্ণ হইল। পরে যুবতী সহসা একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; দুই এক ফোঁটা করিয়া জল ক্রমশঃ বক্ষঃস্থলে আসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে রোদন করিলেন; শেষে কহিলেন, "আমার বড়ই দুরদৃষ্ট, এমন সোণার স্বামী আমার প্রতি বিমুখ হইলেন? পিতা! কেন আমার সর্ব্বনাশ করিলেন? আমাকে না আনিলে দেখিতাম, তিনি কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিতেন? আমি থাকিলে তিনি কদাচই

আমাকে ফেলিয়া পলাইতে পারিতেন না। না জানি কোথায় কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।" বলিয়া যুবতী পুনর্ব্বার করতলে কপোল বিন্যস্ত পূর্ব্বক আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। একটী দ্বাত্রিংশবর্ষীয়া রমণী পুষ্পবাটীকায় উপস্থিত হইয়া এদিক ওদিক চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যেন কি অনুসন্ধান করিতেছেন। রমণীর আলুলায়িত কেশদাম পৃষ্ঠদেশে লম্ববান, পরিধেয় বস্ত্রের তাদৃশ পারিপাট্য নাই। চঞ্চল চক্ষু যেন ভয়চকিতা হরণীর ন্যায় চারিদিকে ঘুরিতেছে। মুখে গাম্ভীর্য্যের ছায়া দৃষ্ট হয়। হঠাৎ যেন কি দেখিতে পাইলেন। দ্রুতপদে লতাকুঞ্জের নিকট যাইয়া চিন্তামগ্না যুবতীকে কোলে করিলেন। ক্রন্দনজড়িত স্বরে কহিলেন "মা আমার! সোণার চাঁদ আমার! কেন মা? কান্না? আমি সব শুনিছি;—ননি আমাকে সব বলেছে। আমি সর্ব্বস্ব দিয়াও বাছার আমার অনুসন্ধান করিব। যে আমায় দেবেনকে আনিয়া দিবে, আমি তাকে সর্ব্বস্ব দিয়াও সুখী করিব। আমার সবে ধন নীলমনি, আমি তোমার চক্ষে জল দেখিব? আমি কি ছাই এত কথা জানি? তিনি এত কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছেন, তা কি জানি?—তা হলে কি এতদূর হতে দিই? যেমন করিয়া হোক, হাতে পায়ে ধরিয়া বেয়াইয়ের রাগ দূর করতেম। বাছা আমার সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে বলে সেই লজ্জায় দেশত্যাগী। আমি যদি জানতুম, তাহলে বাছা আমার কেন যাবে?" বলিয়া কন্যার চক্ষুজল মুছাইয়া মুখচুম্বন করিলেন—বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। যুবতী মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। মাতা পুনঃ পুনঃ চক্ষুর জল মুছাইয়া দিলেন। কহিলেন, "কেন মা কান্না কেন?—আমি আজই দেশ বিদেশে লোক পাঠিয়ে খবরাখবর নেব। আমার এত লোক জন, তারা কি আমার বিপদের সময় কেউ নয়?" বলিয়া ক্রোধে ফুলিতে লাগিলেন।

এমন সময় পরিচারিকা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

কহিল "মা! দেয়ানজিকে ডেকেছিলেন, তিনি এসেছেন, এখানে কি আস্‌বেন? জিজ্ঞাসা করতে বলে দিলেন।"

পাঠককে আর বুঝাইতে হইবে না যে ইনিই স্বর্গীয় প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার শশীশেখর রায়ের দুহিতা অহল্যাসুন্দরী অথবা উমাচরণ সিংহের পত্নী। আর রোদনপরায়ণা যুবতী উমাচরণ সিংহের এক মাত্র কন্যা,—চম্পকলতা।

পরিচারিকার কথা শুনিয়া তিনি পূর্ব্বক্রোধ সহকারেই উত্তর দিলেন—"হাঁ—শীঘ্র যাও এখানে ডাকিয়া আন।"

দাসী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। এবং অনতি-বিলম্বে দেওয়ানজীকে লইয়া প্রত্যাগত হইল। দেওয়ানজী আসিতেছেন জানিয়া অহল্যাসুন্দরী মস্তকে কাপড় টানিয়া দিলেন, কিন্তু মস্তকের সকল অংশে কাপড় চাপা পড়িল না। পৃষ্ঠের কতক অংশ বাহির হইয়া রহিল। দেওয়ানজী আসিয়া সম্ভ্রমে কহিল, "কেন মা! কেন ডাকিয়াছেন?"

"দেখ বাবা! আমি জানিতাম না, যে তিনি আমার চাঁপার শ্বশুরের সহিত এরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলে কহিতেন, বেহাই আমাকে দশ জন লোকের সম্মুখে অপমানিত করিয়াছেন, আমি আজ কয়েকদিন নিগূঢ়-তত্ত্ব পেয়েছি, তাঁহারই দোষ। বেহাই চাঁপাকে বাটীতে নিয়ে যেতে চায়নি। তাঁরই দোষে জামাতা বেহাইয়ের মৃত্যুতে নিমন্ত্রণ করে নাই। তাঁর দোষেই দেবেন আমার আজ নিরু-দ্দেশ।" বলিয়া অহল্যাসুন্দরী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

দেওয়ানজী। কেন মা! বাবু মহাশয় তো জামাতার অনু-সন্ধানার্থ লোক নিযুক্ত করেছেন। আমি একাল পর্য্যন্ত তাঁর অনুসন্ধানের জন্য প্রায় আট শত টাকা লোকেদের পথ খরচ দিয়েছি। সম্প্রতি গোপালকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়েছে। সে যেমন চতুর লোক, তাতে শীঘ্রই খুঁজে বার কর্ব্বে।

"এই আট শত টাকা আপনার বাবুকে ফিরিয়ে দেবেন। এত ব্যয় করতে তাঁর কষ্ট হয়নি তো? আমার এ সব খাবে

কে? আমার এক মাত্র শিবরাত্রের শল্‌তে জামাতা; তা তারাই যখন অসুখী, তখন এসব নিয়ে আমি কি ক'র্‌ব? চেয়ে দেখ দেখি, আমার বাছার কি হয়ে গেছে? চাঁপা তোমার ননির কাছে বলেছে "হয় গলায় দড়ি দেব, নয় জলে ঝাঁপ দেব, কিম্বা বিষ খেয়ে মর্‌ব।" যদি তাই হয়, তাহলে আমি কি নিয়ে সংসারে থাক্‌বো। আমি কার মুখ চেয়ে বেঁচে থাক্‌বো বাবা।" বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

দেওয়ান। কেন দিদি ঠাকুরাণী তো ছেলে মানুষ নন যে এমন কথা বলেন? উনি তো সকল কথাই শুন্‌তে পাচ্ছেন? কত লোক খুঁজতে বেরিয়েছিল তার সন্ধান পায় নাই।

"তবে কি বাছার আমার কোন অমঙ্গল হয়েছে?" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

দেওয়ান। মা! চুপ করুন, কেন অমঙ্গল চিন্তা কর্‌ছেন? শুনিচি তিনি একলা যান নাই, তাঁর খানসামা, দরওয়ান, বাড়ীর সরকার সেই সঙ্গে গেছে। অন্ততঃ তারাও তো ফিরে আস্‌তে পারতো? সকলেই অনুমান কচ্ছে তিনি পশ্চিম দিকেই গিয়েছেন। গোপালকে পশ্চিম দিকেই পাঠানো গেছে, শীঘ্রই সংবাদ পাওয়া যাবে।

এরূপ নানাপ্রকার প্রবোধ দেওয়ার পর কর্ত্রী অহল্যাসুন্দরী কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। কহিলেন, "মেয়ে বাঁচুক আর না বাঁচুক, জামায়ের অনুসন্ধান পাওয়া যাক্—বা না যাক্, তাতে তাঁর বড় একটা আসে যায় না। তাঁর পিণ্ড দেবার লোক আছে উত্তরাধিকারী মেয়ে মরে গেলে তাঁর ভাবনা নাই। কিন্তু আমার ভাবনা আছে, আমার গেলে আর পাবনা। তাঁর ভাই-পোরা থাক্‌লেই কি আর না থাক্‌লেই বা কি?"

দেওয়ান। মা! ব্যস্ত হবেন না, শীঘ্রই সংবাদ এনে দেব, তার জন্য চিন্তা কি?

অহল্যা। আমি এরূপ কথায় সন্তোষ হতে পাচ্ছিনা, আপনি

এক কাজ করুন। আমলা মহলে কত লোক আছে?

দেওয়ান। আমলা চাকর বাকরাদিতে প্রায় বার শত লোক হবে।

অহল্যা। আপনি আমলাখানা বন্ধ করে রাখুন। সকলকেই দেশবিদেশে অনুসন্ধানের জন্য পাঠিয়ে দিন। আর ব'লে দিন যে আমার দেবেনের সন্ধান করে দিতে পারবে, তাকে আমি একখানি উত্তম মহাল দান করবো। যাব আরে তাকে পুরুষপরম্পরায় চাকুরি করতে হবেনা। সকলকেই এই কথা জানাওগে যাও। যে ব্যক্তি তা না নিতে চাবে, তাকে নগদ দুই হাজার টাকা দেব। সপ্তদিনের মধ্যে যেন আমি বাছার খবর পাই। আমার হুকুম—নিজ সম্পত্তি থেকে এই সকল ব্যয় হবে। খবরদার—যেন ইহার অন্যথা না হয়। অন্যথা যে কেউ করবে, আমার সংসারে তার স্থান নাই। এই দণ্ডে আমলাখানা বন্ধ করে দাওগে।

দেওয়ানজী "যে আজ্ঞা" বলিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলে আর একজন দাসী দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কহিল "মা জামাই বাবুর খানসমা এসেছেন।"

"কৈ—কৈ? কোথায়? বাছা কি আমার এসেছে? ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অহল্যাসুন্দরী এই কয়েকটী কথা কহিলেন। দেওয়ানজী প্রত্যাগমন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঝি! কি সংবাদ বল দেখি?"

পরিচারিকা। শুনলেম আমাদের একজন লোক খবর পেয়ে সেই খানসমার বাটীতে গিয়েছিল। তাকে একেবারে সঙ্গে করে এনেছে। আমলাখানাতে কর্ত্তা মহাশয়ের কাছে সব বলছে।

অহল্যা। তুই একবার নিজে কাছারিতে যা, নিজে সঙ্গে করে এইখানে নিয়ে আয়। আমি নিজে তার মুখে বাছার সব খবর শুনবো।

বলিবামাত্র পরিচারিকা গমন করিল। দেওয়ানজী দাঁড়া-

ইয়া রহিল। চম্পকলতা আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা অবিধেয় বিবেচনায় মাতৃক্রোড় হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। পরিচারিকার মুখে শুনিল, দেবেন্দ্র বাবুর পরিচারক তথায় আসিতেছে। লজ্জায় আর দাঁড়াইল না, বাটী অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অহল্যা কন্যা একাকী যাইতেছে দেখিয়া পরিচারিকাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। পরিচারিকা চম্পকলতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

জামাতা বাড়ীর লোক আসিতেছে দেখিয়া অহল্যাসুন্দরী ঘোম্‌টা দিয়া বসিলেন। দেখিতে দেখিতে পাঁচ সাত জন পরিচারিকাসহ জামাতা দেবেন্দ্র বাবুর প্রিয় ভৃত্য ব্রজ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কর্ত্রী ও দেয়ানজীকে অভিবাদন করিল।

দেয়ানজী কর্ত্রীর আদেশ মত একে একে প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, "বাবু আসিয়াছেন—না; তুমি একা আসিয়াছ?"

ব্রজ। আজ্ঞা,—আমি একা আসিয়াছি।

দেওয়ান। তিনি কোথায় আছেন?

ব্রজ। ভাগলপুরে।

দেওয়ান। যে সব লোক তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল, তাহারা সঙ্গে আছে?

ব্রজ। আছে।

দেওয়ান। তুমি আসিলে কেন?

ব্রজ। আমি থাকিতে পারিলাম না। আরও অনেক দিন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এক রকম হায়রান হ'য়ে পড়েছিলাম, তাই তাঁকে বলে কয়ে চলে এসেছি। বাড়ীতে মা বড় কাঁদা কাটা কচ্চেন, বলে চলে এলেম।

দেওয়ান। তিনি ফিরে আসবেন কি না, তা জান?

ব্রজ। না—তিনি একদিনও বলেন নাই। তবে এইমাত্র শুনেছিলাম, এক জায়গায় স্থায়ী রকম হয়ে বসলে পর

আমাকে বিয়ে ক'রে দেবেন। লালসিং আপনার দেশে যাবে। তিনি আর সরকার মহাশয় এক সঙ্গেই থাক্‌বেন।

দেওয়ান। তবে কি তিনি দেশে প্রত্যাগমন কর্ব্বেন না?

ব্রজ। না—ভাবে তা বোধ হয় না। একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, দেশে আর মুখ দেখাব না, ঋণ পরিশোধ করবার ক্ষমতা আমার নাই। যেরূপ দেনায় ডুবেছি, তাতে কুল পাবার উপায় দেখি না, মহাজন টাকা ছাড়বে কেন? কাজেই নালীশ ক'রে নেবে; লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হয়ে থাকা অপেক্ষা দেশে মুখ না দেখানই ভাল। সংসারে কার মুখ চেয়ে থাকবো উদাসিনী হয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ ক'রে বেড়াব।

দেওয়ান। তুমি কত দিন এসেছ?

ব্রজ। আজ পনর যোল দিন।

দেওয়ান। তাঁকে ভাগলপুরে দেখে এসেছ।

ব্রজ। আজ্ঞা হাঁ। কিন্তু এতদিন বোধ করি, তথায় তিনি নাই অন্য স্থানে গেছেন।

দেওয়ান। কোথা গেছেন, তা জান কি?

"আজ্ঞা না" বলিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়া অবধি যেখানে যেখানে দেবকুবাবুর সহিত ভ্রমণ করিয়াছিল, এবং ভাগলপুরে যে রোগীদিগকে আরোগ্য করিয়াছিল, তাহাদের সহিত যে যে কথা হইয়াছিল সমস্ত কথাই কহিল। দেওয়ানজী এবং অহল্যাসুন্দরী আদ্যোপান্ত শুনিলেন।

অহল্যাসুন্দরী পরিচারিকা দ্বারা ব্রজকে সে দিন থাকিতে বলিয়া দিলেন; ব্রজ পরিচারিকার সহিত কাছারী বাটীতে গমন করিল। অহল্যাসুন্দরী তখন গাত্রোত্থান করিলেন। দেওয়ানজীকে কহিলেন, "দেখ বাবা! তুমি তো সকল কথাই শুনিলে? তুমি যোগাড় কর, আমি ও চাঁপা, তুমি নিজে, আর আর লোকজনকে অনুমতি করগে, কল্য প্রাতঃকালে আমরা নিজেই বাছার অনুসন্ধান কর্‌তে যাত্রা কর্‌বো।

দেওয়ান। মা! অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আপনারা

কেন যাবেন—আমি স্বয়ং যাবো! দেখ্‌বেন, আপনার সন্তান কখনই আপনার কাজে অবহেলা কর্‌বে না।

অহল্যা। আপনার ননিবালাকে আমি যেতে দেবো না। চাঁপা আর ননি একত্রে থাক্‌লে আমি নিশ্চিন্ত থাকি। বিশেষ চাঁপার আজকাল যেরূপ ভাবগতিক দেখ্‌ছি, তাতে কখনই তাকে একলা রাখা হবে না। দুটীতে যেন একটী,—আমার চাঁপার ননি অন্ত প্রাণ।

দেওয়ান। আপনারই তো সকল, আপনার বাটীতে থাক্‌বে, তার আবার কথা কি?

অহল্যা। আপনি যেয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকুন; আমি তাঁকে বলে রাখ্‌বো। সঙ্গে আপনার যত লোক আবশ্যক হয়, নেবেন। বোধ হয়, এতদিন বৈদ্যনাথেই আছেন। দেবেনের চাকরকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আমি তার বাড়ীতে খরচ পত্র যা কিছু দরকার, তা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর তাকে পঁচিশ টাকা বিদেয়ী স্বরূপ দিন্‌গে।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া দেওয়ানজী চলিয়া গেল। পরিচারিকা সহ অহল্যাসুন্দরী প্রস্থান করিলেন। রাত্রে উমাচরণ সিংহের সহিত যে একটু গুরুতর বিবাদ বাধাইবেন, তাহার সূচনা করিতে করিতে চলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আক্রমণ।

যেখানে যে থাক, সাবধানে দেখ,
যেন পলাইতে নারে

*　　*　　*　　*

রাত্র প্রায় চার দণ্ড অতীত হইয়া গিয়াছে। এমন সময় খাজুরিয়ার নিকটবর্ত্তী শালবনের ভিতর দিয়া দুই খানি গোশকট ও পদব্রজে আলোক লইয়া তিন জন লোক কথা কহিতে কহিতে বৈদ্যনাথ অভিমুখে আগমন করিতেছে। ইহাঁরাই পূর্ব্বকথিত দেবেন্দ্র সুন্দর চৌধুরী, কুমার সিংহ ও লালসিং।

দেবেন্দ্র। লালাজি! আমি তো বড় ভাল বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। পাশ কাটিয়ে দুইজন লোক চলে গেল, জিজ্ঞাসা কল্লেম উত্তর দিলেনা কেন? তাদের দেখতে কি কদাকার চেহারা?

কুমার। হাঁ—আমিও দেখেছিলাম, প্রস্রাব কর্‌তে বসেছি, কি করে কথা কই? নইলে উত্তর না দিয়া কেমন করে যে'ত, তা দেখ্‌তাম।

দেবেন্দ্র। তাই তো নিকটেও তো থাক্‌বার উপায় দেখছি না। অমঙ্গল যেন আমার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কুমার। আপনার বৃথা চিন্তা কেন? আমি যখন সঙ্গে আছি তখন কোন ভাবনাই নাই।

দেবেন্দ্র। ভাবিয়া কি করিব? আমি এখানকার কিছুই অবগত নহি।

দেবেন্দ্র। বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই সম্মুখের ও পশ্চাতের জঙ্গল হইতে বহুতর অস্ত্রধারী দস্যু বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল। দেবেন্দ্র বাবু এবং লালাজি দেখিলেন, অগ্রপশ্চাৎ দুই

দিকেই বিস্তর দস্যু পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

সাহসে ভর করিয়া কুমারসিংহ তাহাদিগকে কহিল "দেখ, অনর্থক কেন আমাদিগকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ? আমাদের নিকট কিছুই নাই, আমরা তীর্থযাত্রী নহি, আমাদের নিকট অর্থ নাই; যাহা ছিল তাহাও খরচ হইয়া গিয়াছে। আমরা গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম পীড়িত হওয়ায় এত দিনের পর দেশে প্রত্যাগমন করিতেছি, পথ ছাড়িয়া দাও আমরা চলিয়া যাই। বলিতে বলিতে লালসিংএর নিকটবর্ত্তী হইলেন, এবং তাহার হস্তস্থিত তরবারিখানি সংগ্রহ করিলেন।

দস্যুরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং বাক্যব্যয় বৃথা ভাবিয়া আক্রমণ করিল। লালসিং সাধ্যমত বাধা দিল, কুমার-সিংহ প্রদত্ত লাঠিদ্বারা একজনকে ভূতলশায়ী করিতে না করিতে দস্যুরা একেবারে তাঁহাদের কয়েকজনের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল,—আত্মরক্ষা করা আর সম্ভবপর হইল না। অন্যান্য সকলকে গাছে বাঁধিয়া দেবেন্দ্রসুন্দরকে বন্দীকৃত করিয়া লইয়া তাহারা চলিয়া গেল। যুবতী অগ্রগামী শকটের মধ্যে ছিল, সুতরাং দস্যুগণ তাহাতে জিনিসপত্র আছে ভাবিয়া সেখানির উপর প্রথমতঃ বিশেষ লক্ষ্য রাখে নাই। কারণ তাহাদের চীৎকার শব্দেই শকটচালক হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, গাড়ী চালইবার সামর্থ ছিল না। দস্যুগণ শকটখানিকে একস্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া আর সে দিকে দৃষ্টিও করে নাই—তাহারা। মনে মনে জানিত, তাহাদের হাত ছাড়াইয়া পলাইবার যো নাই। যুবতী কিন্তু এই সুযোগে দস্যুগণের অজ্ঞাতসারে গাড়ি অবতরণ করিয়া সেই ঘন বৃক্ষশ্রেণী পরিবৃত শালবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহা তাহারা দেখে নাই—জানিতওনা সুতরাং কোন সন্ধানই হয় নাই। তাহারা জিনিসপত্র টাকা কড়ি যাহা পাইল, তাহাই "উপরি লাভ"ভাবিয়া আপনাদের আত্মসাৎ করিয়া চলিয়া গেল। যুবতী যখন দেখিলেন সকলে চলিয়া গিয়াছে—ভয়ের আর কোন কারণ নাই, তখন ধীরে

ধীরে দূরে দূরে দস্যুগণের মশালের আলো লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগের পশ্চাদবর্ত্তীনী হইলেন।

কুমারসিংহ সাধ্যমত যুদ্ধ করিয়া, দুই তিনজন দস্যুকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া ধরাশায়ী হয়েন—দস্যুরা তাঁকে মৃত ভাবিয়া ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন মাত্র। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে পরে অন্য জনকে বন্ধন হইতে মুক্ত করেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ভগবানের লীলা বুঝা ভার।

"জীবন থাকিতে কখনই নয়, পামর! তুই আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যা।"

"জীবন থাকিতেই তোর সতীত্ব আমার নিকট বিক্রীত হইবে। জানিস্—না তোর স্বামী আমাদের কুলে কালি দিয়াছে।"

একজন বীর্য্যবান পুরুষ নির্জ্জনস্থানে নির্জ্জনকক্ষে বলপূর্ব্বক একটী অবলা রমণীর সতীত্বহরণের চেষ্টা করিতেছে, আর রমণী সেই বিপদে পতিত হইয়াও আপনার একমাত্র অমূল্য-নিধি সতীত্ব-রক্ষণে যত্নবতী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদোক্ত বিবরণ বোধ হয় পাঠকগণ এখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। একজন ব্রাহ্মণ ও তাহার দুর্ব্বৃত্ত পুত্রের কথা সেখানে একটু আভাষ দেওয়া আছে মাত্র এবং কুলে কালি দেওয়া অপরাধে, পিতাপুত্রে উভয়েই একটী পরিবারের সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর, যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া রাখা হইয়াছে। তারপর চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিবৃত, খাজুরিয়ার জঙ্গলের নিকটবর্ত্তি মহিষোড় পর্ব্বতের নিম্নে একখানি খ'ড়োঘরে, সেই ভয়ানক

দুর্যোগপূর্ণ সময়ে, বংশী ডাকাত ও একজন ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য আরও দুই তিন জন লোকের গুপ্তমন্ত্রণাও পাঠকগণ পাঠ করিয়াছেন। তবে অত্যাচারের বাকি অংশটুকু বলি কেন?

৺বৈদ্যনাথের নিকটবর্ত্তী হরলাজুড়ি নিবাসী ক্ষত্রিয় যুবক শ্রীমান কুমারসিংহ জ্যেষ্ঠ বধূঠাকুরাণী, আত্মীয় স্বজন ও ভগিনীর রোদনে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া, বাটীর ও সামান্য জমীদারীর যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিয়া ভ্রাতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন। কাণপুরে অনেক অনুসন্ধানের পর, বিদ্রোহান্তে জ্যেষ্ঠভ্রাতা যে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে বিষম-সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়াও ঈশ্বরের কৃপায় এবং দেবেন্দ্রসুন্দর বাবুর যত্নে আরোগ্য লাভ করত: মনের উদ্বিগ্নতায় এবং হিংসা দ্বেষ পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ কুমারের দুর্ব্বৃত্ততা স্মরণ হওয়ায় বৈদ্যনাথ অভিমুখে আগমনকালে, খাজুরিয়ার নিকটবর্ত্তি শালবনে দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং দেবেন্দ্রসুন্দর বন্দীকৃত হয়েন। দস্যুরা তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেল বা পরে তাঁহার কি হইল, তাহা পরে বলিব। আপাতঃ যে ব্রাহ্মণের আজ্ঞামত দস্যুগণ, দেবেন্দ্রসুন্দরকে বন্দী করিয়াছিল, তাঁহার বৃত্তান্ত কিছু সংক্ষেপে বলিয়া রাখি।

ব্রাহ্মণ ভাগলপুরে আসিয়া এক সরাইয়ে বাসা লইয়াছিল এবং গুপ্তানুসন্ধানের দ্বারা জানিতে পারিয়াছিল যে কুমারসিংহ দেবেন্দ্রসুন্দর নামক কোন বাঙ্গালী বাবুর দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ মনে করিয়াছিল, সকলের অজ্ঞাতসারে গুপ্তহত্যায় শত্রুনিপাত করিয়া জিঘংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবে। কিন্তু দেবহৃদয় দেবেন্দ্রসুন্দর তায় বাধা দিলেন! এত আশায় ছাই পড়িল!! তিনি সেই অবস্থায় পুত্রকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিল যে—"কুমারসিংহ এখনও পীড়িত যদিও তাহার মৃত্যু হয় নাই—তথাপি আমি তাহার মৃত্যুঘটাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আজি হউক, কালি হউক, কোন ক্রমেই তাহাকে

বৈদ্যনাথে পঁহুছিতে দিব না—কুমারসিংহের বাটী এখন অরক্ষিত অবস্থায় বলিলেও চলে। যে দুইজন লোকের উপর পরিদর্শনের ভার আছে, তাহাদের একখানি জাল চিঠিতে কুমারসিংহের বিপদ জানাইয়া, অন্ততঃ দুই একদিনের জন্যও দেশান্তরিত করিয়া আপনার উদ্দেশ্য সফল করিবে। তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইবে,—অত্যাচারের একশেষ করিবে। তোমার ভগ্নিকে কুলের বাহির করিয়া পাষণ্ডেরা যেমন আমাদের কুলে দাগা দিয়াছে—তার উচিতমত শাস্তি বিধান করিবে। এত দিন পরে ভগবান আমাদিগের উপর মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। যাহা মনে আছে, তাহাই করিবে। ইহা অপেক্ষা উত্তম সুযোগ আর হইবে না।”

এই ভাবে দুর্ব্বৃত্ত-পুত্রকে পত্র লিখিয়া দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ ছায়ার ন্যায় কুমারসিংহের অনুগমনে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু কোনরূপে কিছু করিতে না পারিয়া অবশেষে দস্যুদলের সাহায্যে যাহা করিয়াছিল, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধে ক্ষান্ত হইলাম।

দুর্ব্বৃত্ত পুত্র পিতার পত্র প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। জালপত্র-সাহায্যে কুমারসিংহের বিষয় আশয় পরিদর্শক দুইজনকে দূরদেশে দেশান্তরিত করিল। তার পর অত্যাচার আরম্ভ হইল।

প্রথমদিন রজনীযোগে কুমারসিংহের ভগ্নিকে বলপূর্ব্বক বাঁধিয়া লইয়া গিয়া দেশের প্রান্তভাগে একটী কুলটার গৃহে এই বলিয়া রাখিয়া আইসে যে, এ যদি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে স্বীকৃত হয়’ তবে যত্ন করিবে; যদি তাহাতে স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে দুইদিন জলবিন্দু পর্য্যন্ত দিবে না। তৃতীয় দিনে ঔষধ খাওয়াইয়া অথবা আঘ্রাণ লওইয়া, অজ্ঞান করিয়া রাখিবে, আমি আসিয়া পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিব। এই কার্য্যের জন্য তুমি ৫০৲ টাকা পারিতোষিক পাইবে। দেখিও— যেন শিকার পলাইয়া না যায়।”

* * * * * * * * *

দ্বিতীয় দিনে কুমারসিংহের জ্যেষ্ঠা বধূঠাকুরাণীর উপর অত্যাচার।

"জীবন থাকিতে কখনই নয়; পামর! তুই আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যা।"

"জীবন থাকিতেই তোর সতীত্ব আমার নিকট বিক্রীত হইবে। জানিস্ না—তোর স্বামী আমাদের কুলে কালি দিয়াছে।"

অত্যাচারকারী দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণকুমার আর অসহায়িনী অবলা কুলবধূ তাহার সম্মুখে তখনও আপনার অমূল্যনিধি সতীত্ব-রতন সংরক্ষণে যত্নবতী।

ব্রাহ্মণকুমার প্রথমে ভয় দেখাইল, তার পর অনুনয় বিনয় করিল, তারপর লোভ দেখাইল,—কিন্তু কিছুতেই সতীর সম্মতি না পাওয়ায়, কামান্ধ হইয়া যেই সবেগে কামিনীকে অক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে-অমনি বিকট চিৎকার করিয়া ধরাশায়ী হইল! অবলা অসহায়া স্ত্রীলোক মহাশক্তিরূপণী হইয়া দানবসংহার করিলেন। রক্তের ছড়াছড়ি—হৃদয়ে ছুরিকা আমূলবিদ্ধ ব্রাহ্মণকুমার বিকট চীৎকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। অবলা নিজের সমূহ বিপদ জানিয়া কোথায় পলায়ন করিল, কেহ জানিতে পারিল না।

* * * * *

* * * * *

ব্রাহ্মণ সেথায় দস্যুদলের সহিত যোগদান করিয়া দেবেন্দ্রসুন্দরকে হত্যা অথবা কিছুদিনের জন্য বন্দী করিয়া রাখিবার চেষ্টায় থাকিতে থাকিতে একদিন কি কুমতি ধরিল, কে জানে দস্যুদলের একটী মোহরের থলি লইয়া পলাইল। দস্যুদলের চারিদিকে ঘাঁটি আগ্‌লান থাকিত। যাহারা রাজ্যের লোকের লুট করিয়া আনে, তাহাদের অর্থ লুট করা বড় শক্ত। লুব্ধ ব্রাহ্মণ ততদূর লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। দস্যু-

দলের লোকদিগের হৃদয়ে সন্দেহ বীজ রোপিত হইল। ঘাঁটির প্রহরী কোন দস্যু তাহাকে চোরের ন্যায় অন্ধকারে পলাইতে দেখিয়া দুই তিনবার ডাকিল এবং দাঁড়াইতে বলিল। ব্রাহ্মণ ভাবিল এম্‌নেও মরিয়াছি—অম্‌নেও মরিয়াছি; তবে আর ধরা দিয়া মরি কেন? সুতরাং দস্যুর আহ্বান গ্রাহ্য করিল না—দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। দস্যু কাজে কাজেই দুই তিনটী তীক্ষ্ণ তীর দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কাজে কিছুই হইল না। ব্রাহ্মণ নিরুদ্বেগে পলায়ন করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই মোহরের থলটী কোন স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া দস্যুদলে যোগদান করিল। পাপী ব্রাহ্মণকুমারের শাস্তি হাতে হাতে ফলিল! কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণের আপাততঃ কিছু হইল না। ভগবানের লীলা বোঝা ভার!!

দশম পরিচ্ছেদ।

মরুভূমে মরীচিকা।

যুবতী দস্যুগণের পশ্চাদবর্ত্তিনী হইয়া কি করিল? সেই অন্ধকার রাত্রে ঘনবৃক্ষশ্রেণী পরিবেষ্টিত শালবনে তাহার ন্যায় অসহায় অবলা রমণীর দ্বারা কি উপকার সম্ভবে! সে একটি মশালের আলো লক্ষ্য করিয়া দস্যুদলের বহুদূরে থাকিয়াও তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছিল। মনে মনে তাহার এই স্থির দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, যে, প্রাণ যায়—সেও স্বীকার- তথাপি আমার জীবদাতার সন্ধান রাখিব। যদি পারি, নিজেই উদ্ধার করিব—নচেৎ অন্য যে কোন উপায়ে হউক, তাঁহাকে মুক্ত করিতে যত্নবতী হইব।

যথার্থ সে তাহাই করিল। দেখিল—দস্যুগণ একস্থানে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া, নিজ নিজ কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই অন্তর্হিত হইল। যুবতী প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার পরে অনুমান করিল, বোধ হয় নিকটে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, তাহার অন্তরালে দস্যুগণ লুক্কাইত হইল। বাস্তবিক এ অনুমান মিথ্যা হয় নাই। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে, যুবতী আর একটি বিষয় অনুমান করিয়াছিলেন—তাহাও প্রসংশাযোগ্য। সে ভাবিল, দস্যুগণ এইস্থানে একবার দণ্ডায়মান হইয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে যখন আপনাপন কার্য্য সমাপন করিয়া লইল, তখন হয়ত ইহা দস্যুগণের আড্ডা বা গুপ্তস্থান; যথায় তাহাদের লুটের দ্রব্যাদি ও অন্যান্য জিনিষপত্র রাখিয়া আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিয়া থাকে, অথবা ইহাই তাহাদের প্রকৃত আড্ডাস্থল। বোধ হয়, আর কোন সন্ধান আছে, তাই আর এখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিল না।

এইরূপ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই অন্ধকার রাত্রিতে জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, জীবনদাতার জীবন রক্ষা করণার্থে অসহায়া অবলা রমণী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। হঠাৎ "হা ভগবান! শেষে এই হ'ল?" এই কয়েকটী যন্ত্রণাসূচক কথা তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে সে চমকিত হইল। ভাবিল—এইখানেই দুরাত্মারা তবে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে। শব্দ যে দিক হইতে আসিয়াছিল, যুবতী সেই দিকেই চলিল।

সম্মুখেই ভগ্ন দেবমন্দির,—তাহার সর্ব্বাঙ্গে বটবৃক্ষ বিরাজমান। ভিতর হইতে তখনও ক্ষীণস্বরে একটী শব্দ নির্গত হইতেছে—"মা কালী! তোমার মন্দিরে আজ একি অবিচার! আমি যাহার উদ্দেশে এতদূর আসিয়াছি, তাঁহারতো কোনও সন্ধান করিতে পারিলাম না—অথচ নিজের জীবন এখন সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান। মা! কবে উদ্ধার পাব মা? সতী

সাধ্বীর মনে ক্লেশ দিয়াছি বলিয়া কি আমার এই দুরাবস্থা! আমি মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনও তো মহাপাপ! আমি মাতৃ আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া সাধ্বী সতীকে পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহাদের অপমানে ব্যথিত হইয়া—ক্রোধবশে তাহার অপমান করিয়াছি—যদি ইহাই আমার অপরাধ হয়—আমায় ক্ষমা কর মা! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সাধ্বী সতীকে গ্রহণ করিব।

মন্দিরমধ্য হইতে গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন হইল—"কেন তুমি পতিব্রতাকে পরিত্যাগ করিলে?"

উত্তর। মাতৃআজ্ঞা পালনার্থে।

প্রশ্ন। এখন তাঁহার কথা অবহেলা করিবে কি প্রকারে?

উত্তর। তিনি আর এ জগতে নাই।

প্রশ্ন। তোমার স্ত্রী এখন কোথায় জান?

উত্তর। না মা—বলিয়া দাও মা—

উত্তরকারীর মনে মনে ধারণা হইয়াছিল "মা কালী" তাঁহার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়াছেন—তাই সে আপনার অসহ্য বন্ধন যাতনা ভুলিয়া গিয়া বিভোরপ্রাণে জগন্মাতাজ্ঞানে তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছিল।

প্রশ্নকারী গম্ভীরভাবে কহিলেন—"তুই পাপী! জগন্মাতাকে তুই আর মাতৃসম্বোধনে তাঁর নামে কলঙ্ক আরোপ করিস না—তোর স্ত্রী তোর অতি নিকটেই আছে—তুই সন্ধান করিলেই পাইতে পারিবি—কোথাও সন্ধান করিয়াছিলি?"

উত্তর। তাহার বাটিতে সন্ধান লইয়াছিলাম, শুনিলাম, দুই চারিজন স্ত্রীলোক বারুণীতে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে ভাগলপুরে গমন করিয়াছিল। তাহার সঙ্গিনী সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসে নাই। শুনিলাম—বিষমসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়াতে তাহাকে ফেলিয়া সকলে চলিয়া আসিয়াছে—জানিনা সে এখন জীবিত কি মৃত।

প্রশ্নকারিণী। সে এখনও জীবিত!

উত্তরকারী চমকিয়া উঠিল। একবার উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বিষম বাঁধন ছিন্ন হইল না। জিজ্ঞাসা করিল "সে এখন কোথায়? আমি তন্ন তন্ন করিয়া ভাগলপুরের সর্ব্বস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কোথাও তাহার দর্শন বা সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই। একজন লোকের কথায়, কেবল আন্দাজে নির্ভর করিয়া, এই বৈদ্যনাথ অভিমুখে আগমন করিতে করিতে দস্যুদলের হস্তে বন্দী হইলাম। আজি দুই দিন এইরূপ অবস্থায় নিপতিত, কেহ একবিন্দুজলও প্রদান করে নাই।

হঠাৎ কথা কহিতে কহিতে সে চমকিয়া উঠিল—কে যেন তাহার বাঁধন খুলিয়া দিতেছে এরূপ বোধ হইল—সেইরূপ চমকিতভাবেই সে জিজ্ঞাসা করিল—"কেও—কেও?"

কোন উত্তর হইল না—অথচ ধীরে ধীরে বন্ধন মুক্ত হইতে লাগিল।

বন্দী আবার চমকিত হইল! যে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিতেছে, সে কি কাঁদিতেছে!! হয়ত কাঁদিতেছে!! নইলে যে হাত ধরিয়া বন্ধন খুলিয়া দিতেছে, সেই হস্তের উপর টস্ টস্ করিয়া জল পড়িবে কেন? হর্ষে বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি মানবী না দেবী? তোমার সহিত কি আমি এতক্ষণ কথা কহিতেছিলাম? তুমি কনক! তুমি আমার সেই কনক!! উত্তর নাই—অথচ সমস্ত বন্ধন মুক্ত হইয়া গেল, সে এইবারে একবারে মুক্তকারিণীর হস্ত চাপিয়া ধরিতে চেষ্টা করিল! কিন্তু আর নাই!!!

বন্দী ভাবিল—"মরুভূমে মরীচিকা—না—স্বপ্ন?"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

পরামর্শ।

সপ্তম পরিচ্ছেদোক্ত ঘটনার প্রায় দশদিন পরে একদিন কুমারসিংহ, দেওয়ানজী, ব্রজ এবং দেবেন্দ্রসুন্দর বাবুর সরকার একটী চটীতে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছে।

ব্রজ কহিল—"আপনাদিগের কাছেতো সেই ভাগলপুরে বিদায় নিয়ে আমি চলে এলেম—তা'র পর কি হ'লো বলুন।

সরকার। হবে আর কি? বাবুর মন বড় খারাপ ছিল, দেশে ফিরিতে তিনি কোন ক্রমেই রাজী ছিলেন না—অনেক বোঝান সোজান হ'য়েছিল, কাজে কিছুই হয় নাই। তা'র পর দুজন রোগীকে নিয়ে আমরা বৈদ্যনাথ অভিমুখে যাত্রা করি—পথে দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা।

ব্রজ। বাবু কোথায় গেলেন?

সরকার। তাতো ঠিক বল্‌তে পারিনা—বাবু পলাইয়াই গিয়া থাকুন—অথবা দস্যুরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াই থাকুক, আমাদেরতো এইরূপ ভাবে বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। কুমারসিংহ আমাদিকে মুক্ত করেন।

দেওয়ান। আর সেই যুবতীর কথা বলিতেছিলেন তাহা-কেও কি দস্যুরা বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে।

সরকার। কিছুইতো বুঝিতে পারি নাই, অথচ দুই চারি মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়া গেল, যেন ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে অথবা স্বপ্নে নানাপ্রকার ভীষণ দৃশ্যের অভিনয় দেখিলাম।

কুমারসিংহ এতক্ষণ কোন কথা কহেন নাই। বিষম ভাব-নায় তাঁহার চিত্ত আলোড়িত হইতেছিল। সরকার মহাশয়ের

কথা শেষ হইলেই তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"আপনারা যদি সম্মত হয়েন, তবে আমি আমার জীবনদাতার) উদ্ধারের উপায়ে নির্দ্ধারণ করিতে অগ্রসর হই।"

বাধা দিয়া দেয়ানজী কহিলেন—"মহাশয়! আপনি যে কোন উপায়ে হউক, যদি তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে এক টীবৃহৎ পরিবারকে চিরকালের জন্য কিনিয়া রাখেন। আপনি অর্থের কাঙ্গাল নহেন, আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ভিন্ন অপর পুরস্কার কোথা পাইব।"

কুমারসিংহ কহিলেন—"এখনই তাঁহার উর্দ্ধারার্থ আমি সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিব। সঙ্গে লোকজন আপাততঃ আমার কোন আবশ্যক নাই। আমি একাই সেই দস্যুগণের বিবরে প্রবেশ করিব। যদি তাঁহার সন্ধান পাই—তবে ফিরিয়া আসিব —নচেৎ সেই বনমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিব। যদি ফিরিয়া আসিতে পারি, তাহা হইলে আপনারা জানিবেন, আমি তাঁহার সন্ধান করিতে পারিয়াছি। আপনারা কেবল একশত লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন; যদি কৌশলে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে না পারি, তবে বলে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব। আর অনর্থক বাক্যব্যয় করিয়া সময় নষ্ট করিতে আমার ইচ্ছা নাই। যদি নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াও আমার জীবনদাতার জীবন রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলেও আমার জীবনের একটি কর্ত্তব্যকর্ম্ম করা হইবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কুমারসিংহ গাত্রোত্থান করিলেন। আর একটিও কথা না কহিয়া, কেবল ঘাড় নাড়িয়া সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

দেওয়ানজী কহিলেন—"প্রকৃত বীরের লক্ষণ সকল ইহাঁর দেহে বিরাজমান—আমার বোধ হয় ইহাঁর দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

ব্রজ। কার্য্যসিদ্ধি হইবে কি উনি শুদ্ধ ডাকাতের হাতে বন্দী হইবেন, তাহার ঠিক কি?

সরকার। বড় সহজ নয়। ব্রজ! তুমি আমাদের সঙ্গে ছিলেন—তাই কুমারসিংহের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তোমার বিশ্বাস হইল না। কিন্তু যদি তুমি, উঁহাকে একা—অসহায়ে- রুগ্নদেহে —প্রায় একশত ডাকাতের সম্মুখে অকুতোভয়ে খেলিতে দেখিতে, তাহা হইলে জানিতে পারিতে, কুমারসিংহ কিরূপ সাহসী পুরুষ।

দেওয়ানজী। যাহাহউক এখন বাজে কথায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়। যদি কুমারসিংহের কথায় আপনার এত বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আপনি এবং ব্রজ উভয়ে লোকসংগ্রহে যত্নবান হউন। অর্থের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। আমাদের মাতাঠাকুরাণীর হুকুম আছে যে, যত টাকা ব্যয় হউক, তিনি তাহা প্রদান করিবেন। আমি চারিদিকে সন্ধান করিতে অন্য লোক প্রেরণ করি। কি জানি, যদি ডাকাতে তাঁহাকে নাই লইয়া গিয়া থাকে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ-

দুই জনের কথা।

কুমার সিংহের জেষ্ঠ্যা বধূঠাকুরাণী স্বহস্তে ব্রাহ্মণ কুমারের বধসাধন করিয়া রাজদণ্ডভয়ে এরূপ ভীত হইলেন, যে তাঁহার আর লোকালয়ে বাহির হইতে সাহস হইল না। নিজ বাসাবাটী পরিত্যাগ করিয়া এক বৈষ্ণবীর গৃহে আশ্রয় লইলেন।

কুলটা কুমারসিংহের ভগ্নীকে দিন কয়েক রাখিল, তারপর যখন দেখিল, যে ব্রাহ্মণ কুমারের ফিরিয়া আসিবার আর কোন আশা নাই, তখন সে তাঁহাকে একদিন কহিল—দেখ, তোমায় দেখিয়া শুনিয়া ভদ্রবংশ জাত বলিয়া বোধ হয়, আর সেই জন্যই বড় মায়া হয়। পাপিষ্ঠ তোমার সতীত্ব নষ্ট

করিবার জন্য আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছে। আমাকে বলিয়াছে, তোমায় অসৎপথে লওয়াইতে। তা' তোমার মুখখানি দেখ্‌লে আমার বড় মায়া হয়, আমি পাপের কথা তোমায় বল্‌তে সাহস করি না। তুমি যদি পলাইতে চাও, আমি তোমায় ছাড়িয়া দিতে পারি। তুমি যে দিকে দুই চোক যায়, সেই দিকে চলিয়া যাও, শীঘ্র শীঘ্র পাপিষ্ঠের হাত এড়াও। আবার কি জানি সে ক'বে আসিয়া বলপূর্ব্বক তোমার সর্ব্বনাশ করিবে।"

কুমারসিংহের ভগ্নী তাহাই বুঝিলেন, তিনি পলায়ন করিলেন।

জ্যেষ্ঠা বধূঠাকুরাণী যে বৈষ্ণবীর কাছে আশ্রয় লইয়াছিলেন তদ্বারা প্রতি দিন বাটির সংবাদাদি লইতেন। কোন দিন হয়তো বৈষ্ণবী আসিয়া বলিত—"সেই দক্ষিণ দিকের ঘরের বড় সিন্দুকটা ভেঙ্গে সব জিনিষ পত্র নিয়ে গেছে।" কোনদিন আসিয়া বলিত—"আজ গিয়া দেখিলাম, দুই চারি জোড়া দরজা জানালা খুলিয়া লইয়া গিয়াছে।" এইরূপে একে একে সব চোরে চুরী করিয়া লইতে লাগিল, কিন্তু তথাপিও সে বাটিতে প্রবেশ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি ভাবিতেন—"দেবর কি ফিরিয়া আসিবেন না? আমার স্বামীর সন্ধান করিতে গিয়া বুঝি বীরকেশরী দেবরও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এখন আমি কোন্ সাহসে আবার সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিব।"

কুমারসিংহের ভগ্নী জানিতেন দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণকুমার এখনও জীবিত আছে, তাই তিনি সে বাটিতে প্রবেশ করিতে সাহস করেন নাই। আশে পাশে কাহারও বাটিতে গোপনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সে বাটির লোকেরা তাঁহাকে চিনিতেন না, তাই সেই সুযোগ অবলম্বনে তিনি তথায় অন্য নাম ধাম ও অন্য পরিচয়ে পাচিকারূপে অবস্থান করিতেছেন।

জ্যেষ্ঠা বধূঠাকুরাণী একদিন শুনিলেন, জনকয়েক লোক

তাঁহাদের সেই পরিত্যক্ত বাটিতে আসিয়া, চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, হাহাকার! হা হুতাশ! ক্রন্দন প্রভৃতিতে পাড়ার লোকগুলিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা ব্যাকুলভাবে তাঁহারই সন্ধান করিতেছে কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিতেছে না। জ্যেষ্ঠা বধূঠাকুরাণী বৈষ্ণবীকে কহিলেন,—"আমার বোধ হইতেছে, তাঁহারা আমার পিত্রালয়ের লোক, তুমি গোপনে তাঁহাদের একজনকে ডাকিয়া আন।"

বৈষ্ণবী তাহাই করিল। জ্যেষ্ঠা বধূঠাকুরাণীর অনুমান ঠিক হইল। গোপনে গোপনে তিনি পিত্রালয়ে প্রস্থান করিলেন। আর কেহ কিছু জানিতে পারিল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

•O•

সহায়ে সহায় মিলিল।

"এবনে আপনি কোথা হইতে আসিলেন?"

"আপনি কেমন করিয়া আসিলেন?"

"আমি দূরে দূরে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া চিনিতে পারিয়াছি, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কোথা হইতে এ বনে আসিলেন?"

সেই যুবতী আর কুমারসিংহের কথোপকথন। যুবতী আপন স্বামীকে ভগ্নমন্দির হইতে বন্ধনাবস্থায় মুক্ত করিয়া, কেবলমাত্র দেবেন্দ্রসুন্দরের অনুসন্ধানে তখনও সেই স্থানে লুক্কায়িতভাবে একটী ভগ্ন বাটীর একটী কক্ষে উভয়ে বাস করিতেছিলেন। কয়দিন অনুসন্ধান করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। এমন সময়ে হঠাৎ কুমারসিংহকে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন হয়তো ইনিও আমার মত দেবেন্দ্রসুন্দরের

অনুসন্ধানে আসিয়াছেন—নহিলে এপ্রদেশে আশা কখনও সম্ভবপর নহে।

কুমারসিংহ তাঁহার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া আপনার উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন। দুইজনেরই এক মহান উদ্দেশ্য! দুই জনেরই প্রাণে কৃতজ্ঞতার ভীষণ তরঙ্গ উদ্বেলিত!! দুই-জনেই জীবনদাতার উদ্ধারার্থ বদ্ধ পরিকর!!! দুই জনেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—"হয় দেবেন্দ্রসুন্দরকে উদ্ধার করিব—নচেৎ প্রাণত্যাগ করিব।"

যুবতী কুমারসিংহকে সেই ভগ্নবাটীতে লইয়া গিয়া আপনার স্বামীর সহিত আলাপ পরিচয় করাইয়া দিলেন। তিনজনে তখন দেবেন্দ্রসুন্দরের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। সহায়ে সাহায্য মিলিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কি হইতে কি হইল!

"দাও, ব্যাটাকে জীবন্ত গোর দাও—এই খানে পুঁতে ফেল ব্যাটা আমার সর্ব্বনাশ করেছে।"

কি সর্ব্বনাশ! যে বাটীতে দস্যুরা কোন দিন আসিত না —সে স্থান সম্পূর্ণ নির্জ্জন বলিয়া কনক (এখন "কনকই" বলি) ও তাঁহার স্বামী সেই ভগ্নবাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন—তাহা-রই সম্মুখে দেবেন্দ্রসুন্দরকে লইয়া চার পাঁচ জন দস্যুতে মিলিয়া এই গোলযোগ করিতেছে, আর ব্রাহ্মণ আপনার জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আজ্ঞা প্রদান করিতেছে—"দাও ব্যাটাকে জীবন্ত গোর দাও—এই খানে পুঁতে ফেল—ব্যাটা আমার সর্ব্বনাশ করেছে।"

দেবেন্দ্রসুন্দর কাতরস্বরে কহিলেন—"কেন আমি আপনার কি করেছি? আমিতো কখনই আপনাকে দেখি নাই, জানি না।—আপনাকে তো আমি চিনিনা—আমি কেমন করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিলাম।"

ব্রাহ্মণ কঠোর স্বরে কহিলেন—"তুই আমার কি করেছিস্, তুই প্যাজী ব্যাটা আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্—তুই কুমারসিংহকে বাঁচালি কেন?

দেবেন্দ্র। একজন নিরীহ ভদ্রলোক বিনা চিকিৎসায় মারা যেতেন— আমি সেবা শুশ্রূষা করে ঈশ্বর কৃপায় তাঁহাকে বিষম ব্যাধি হ'তে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছি—তাতে আর আমার দোষ হয়েছে কি তাতেই বা ক্ষতি কি?

ব্রাহ্মণ। ওরে ব্যাটা! ক্ষতি কি, তা যদি তুই বুঝ্‌বি—তবে আমার সর্ব্বনাশ হবে কেন? কুমারসিংহকে ধরে আন্‌তে তোকে ধরে আন্‌লে, তোকে আমার কোন দরকার নাই, তাকে এনে উপস্থিত কর্‌লে। এখন আমি তোর উপায় কি করি বল্ দেখি? তোকে ছেড়ে দিলেতো তুই সহজে ছাড়বিনি—তুই বেটা বড় জাঁহাবাজ ছেলে! তুই হয়তো আবার একটা গোলমাল বাধিয়ে ফেলবি। না—আর কোন ভাবনা চিন্তার কাজ নেই—দূর হকগে ছাই ব্যাটাকে নিকেস করে দে—

দস্যুগণ অর্থের গোলাম—অর্থ পাইলে হুকুমের দাস—ভাল হউক মন্দ হউক, একবার অর্থ লইয়া যাহা স্বীকার করিবে—আর তাহা কখনও অস্বীকার করিবে না—তোমাদের ক্রীতদাসের ন্যায় কার্য্য করিবে। তাহারা ব্রাহ্মণের নিকট অর্থ পাইয়াছে, ব্রাহ্মণের আদেশমত কার্য্য করিতেছে—এ বিষয়ে তাহারা অপরাধ ভাবে না।

দেবেন্দ্রসুন্দর আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী দেখিয়া, ভয়ে করুণকণ্ঠে কহিলেন—"মহাশয়! আপনার কি করেছি, যে অনর্থক আপনি আমার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত?"

দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ আরও রুক্ষস্বরে উত্তর করিল 'কুমারসিংহ

আমার সর্ব্বনাশ করেছে— সে মরে গেলেই আমি সুখী হতেম, ও'কে গলাটিপে মেরে ফেললে তবে আমার রাগ মিট্‌তো—তুই তার বাধ সাধলি—তুই তা'কে বাঁচিয়ে আমার সর্ব্বনাশটা করলি। ব্যায়রামে মরছিল তুই তাকে বাঁচালি— একবার আমায় বাধা দিলি। ভাল, দিলি দিলি একবার দিলি— বার বার অত্যাচার! একবার দয়া হয়েছিল বাঁচালি—আরাম করে ছেড়ে দিলি, বস্। তা, না— আবার তাকে ডাকাতে ধরলে আর তুই পাজী কি না তা'কে তরওয়াল খেলতে বল্‌লি। তোর জন্যে তারও প্রাণটা গেল, আর তা'কে বাঁচিয়ে ছিলি বলে তুইও গেলি। আরও একটা কথা কুমারসিংহ ব্যাটা যখন মরে গেছে, তখন, তোকে আমি ছেড়ে দিলেও দিতে পারতেম, কিন্তু এ ডাকাৎরা তোকে ছাড়বে কেন? তোর হুকুমে কুমারসিং ব্যাটা তরওয়াল চালিয়েছিল, তাতে ওদের দুজন দস্যু মারা পড়েছে—তোকে ওরা কুকুরকে দিয়ে খাওয়াবে বলেছে।"

দেবেন্দ্রসুন্দর দেখিলেন, পাষণ্ডদিগের নিকট দয়া প্রার্থনা করা বৃথা! একবার, তিনি বন্ধন মুক্ত হইবার জন্য শেষ চেষ্টা করিলেন—কিন্তু পারিলেন না। দস্যুগণ হাসিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ যেন ঈর্ষার জ্বলিতে লাগিল।

দেবেন্দ্রসুন্দর হতাশ হইয়া একবার শূন্যপানে চাহিলেন— একবার মৃত্তিকার দিকে নজর করিলেন—তারপর কহিলেন— "হা ভগবান! তোমার মনে এই ছিল?"

ভগবানের নাম করাতে—দস্যুগণ চটিয়া উঠিল! একজন সজোরে দেবেন্দ্রসুন্দরকে এক ধাক্কা দিয়া কহিল,—"শালা! ফের যদি ভগবানের নাম কর্‌বি—তবে তোকে এইখানে ফেলে কুটিকুটি করে কাট্‌বো— ভগবানের নাম করলে কি আর ভগবানর এসে তোকে বাঁচাবে! পড়েচিস্ যমের হাতে, আর তোর রক্ষা নাই।

দস্যুর সমস্ত কথা শেষ হইতে না হইতেই পূর্ব্বদিকে একটা

ভয়ানক রব উত্থিত হইল—নির্ভিক হৃদয় দস্যুগণও তাহাতে চমকিয়া উঠিল।

দেবেন্দ্রসুন্দর সেই অবস্থায় থাকিয়াই চাহিয়া দেখিলেন—অপূর্ব্বদর্শন! যেন মহাশক্তিরূপিণী যুবতী বীরাঙ্গনা তাঁহার উদ্ধারার্থ সবেগে বনভূমে অগ্রসর হইতেছেন। কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! কনক নিরুদ্বেগে নির্ভিকচিত্তে "মাভৈঃ—মাভৈঃ—" রব করিতে করিতে শূন্য হস্তে,—আলুথালু বেশে সবেগে তাঁহার দিকে আসিতেছে, আর তৎপশ্চাতে কুমারসিংহ এবং অপর এক জন পুরুষ প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখা হস্তে, যেন শত্রুনিপাতনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, সবেগে, সেই দিকে অগ্রসর। দস্যু চার পাঁচ-জন প্রথমে পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু দুইজন মাত্র পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোক দেখিয়া লগুড়োত্তোলন পূর্ব্বক সাহসে ভর করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু সে প্রচণ্ড গতি সহ্য করা কি তাহাদের সাধ্যায়ত্ত? যাহারা কৃতজ্ঞহৃদয়ে জীবনদাতার জীবন রক্ষার্থ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া বায়ুবেগে ধাবিত হইয়াছে, তাহারা কি বারণ মানিবে? তাহাদের গতি যে অপ্রতিহত, তাহা কি ক্ষীণবুদ্ধি দস্যুদল বুঝিবে?

দুর্ম্মুখি ব্রাহ্মণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভয়ে কম্পিত কলেবরে কাঁদিতে কাঁদিতে দূর হইতেই কহিতে লাগিল—"ওগো আমায় মেরোনা গো! আমি কিছু জানিনা গো! আমার কোন দোষ নাই—যত দোষ এই ডাকাতদের—এরাই যত নষ্টের গোড়া!"

অমরসিংহ কহিলেন—"মার আগে এই পাষণ্ড ব্যাটাকে মার—"

দেবেন্দ্রসুন্দর পড়িয়া থাকিয়াই চীৎকার করিয়া কহিলেন—হাঁ—হাঁ—ব্রাহ্মণসন্তানকে মারিও না—ব্রহ্মহত্যা করিও না—

কনকের স্বামী যে ভগ্নবৃক্ষশাখা তুলিয়াছেন—তাহা ব্রাহ্মণের শিরোদেশে পতিত হইলে তদ্দণ্ডেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া যাইত—কিন্তু দেবেন্দ্রসুন্দর "হাঁ—হাঁ করিব মাত্র তাঁহার হাতের

ভগ্ন শাখা হাতে রহিয়া গেল। আর সেই অবসরে—ওহো! বলিতে বুক বিদীর্ণ হয়! পাষণ্ড নরপিচাশ দস্যু একজন সজোরে মস্তকে লগুড়প্রহার করিল—কনকের স্বামী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। রক্তে রক্তনদী বহিল—একটী পুণ্যাত্মা স্বর্গপানে ছুটিল। কনক দেখিল স্বামী সাংঘাতিক আঘাতে ধরাশায়ী হইয়াছেন! রক্তে রক্তারক্তি হইয়াছে! শিরোদেশ হইতে ফিন্‌কি শোণিত নির্গত হইতেছে!! ভাবিল স্বামী মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। বীর্য্যবতী রমণী তাঁহার হস্তস্থিত ভগ্নশাখা লইয়া সেই দস্যুকে প্রহার করিবার জন্য উঠাইল—দস্যু ভয়ে অথবা বিস্ময়ে যেমনি পশ্চাৎ ফিরিয়াছে, অমনি সেই উত্থিত ভগ্নশাখা দস্যুর পলায়নপর পদের উপর নিপতিত হইল, ভগ্নপদে দস্যু সেখানে বসিয়া পড়িল।

কুমারসিংহ বুঝিলেন—সর্ব্বনাশ ঘটিল! তিনি দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া অপর দস্যুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন—দুইজন আহত হইল, আর দুইজন পলায়ন করিল। ব্রাহ্মণও এই অবসরে পলায়ন করিতেছিল, কিন্তু "বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়"

যে দুইজন দস্যু প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল তাহারা কিয়ৎদূরে গিয়াই সড়কি ত্যাগ করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ সেই সময়ে পলায়ন করিতেছিল—কেমন বিধির বিধি! সেই সড়্‌কি কুমারসিংহকে না লাগিয়া ব্রাহ্মণকে লাগিল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল—ব্রাহ্মণ চীৎকার করিতে করিতে তনুত্যাগ করিল।

দুই চারি মুহূর্ত্তের মধ্যে এই সকল ভীষণ ঘটনা সংঘটিত হইয়া গেল। দেবেন্দ্রসুন্দর বন্ধনমুক্ত হইলেন।

বিলাপদৃশ্য আর বর্ণনা করিব না। যাহা হইল—পাঠকগণ তাহা বুঝিলেন। ইহার পরে যাহা হইতে পারে, তাহাই হইল।

দেওয়ানজী ও ব্রজ, কুমারসিংহের কথানুসারে অনেক লাঠি

য়াল ও সড়্‌কিদার সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। লাঠিয়াল এবং সড়্‌কিদারগণের মধ্যে একজন পূর্ব্বে এই দস্যুদলের মধ্যেছিল, সে ব্রজর সহিত সদ্ভাব করিয়া কি উদ্দেশে তাহাদের নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহাই জানিয়া লইয়া দেওয়ানজীকে কহিল—“মহাশয়! আপনারা এখানে অপেক্ষা করিয়া মিছামিছি সময় নষ্ট করিতেছেন,—হয়তো তাহারা কুমারসিংহকে পর্য্যন্তও বন্দী করিয়াছে। যদি হুকুম করেন তবে আমি আপনাদিগকে সেই দস্যুদলের আড্‌ডাস্থান অবধি লইয়া যাইতে পারি।”

দেওয়ানজী। সেখানে গিয়া আমরা কি করিব?

উত্তর। এখানে বসিয়াই বা কি করিতেছি?

ব্রজ। কুমারসিংহের সহিত আমাদের যে প্রকার কথা আছে-তাহাতে এখন ছাড়িয়া যাওয়া যুক্তি যুক্ত নহে।

উত্তর। দুই একজন লোক এইখানে রাখিয়াই গেলেই চলিবে—যদি কুমার সিংহ ফিরিয়া আসেন—তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে খাজুরিয়ার জঙ্গলের মধ্যে লইয়া যাইবে।

এই পরামর্শে সকলে সম্মত হইল। লাঠিয়াল ও সড়্‌কিদারগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঠিক যে সময় দস্যুগণ কুমারসিংহকে হত্যা করিতে গিয়া, সড়্‌কিত্যাগে ব্রাহ্মণের জীবন নাশ করিয়াছিল—সেই সময়ই পশ্চাৎদিক হইতে এক ভয়ানক চীৎকার রব উত্থিত হইল।

দস্যুগণ জানিত, এ বনে অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই,—কাজে কাজেই তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, যে, হয়তো “বংশী ডাকাত” তাহাদিগকে বিপদগ্রস্ত জানিয়া দলবল সমেত আসিতেছে। তাই তাহারা হৃষ্টচিত্তে সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইল।

এদিকে কুমারসিংহ ওদেবেন্দ্রসুন্দর “বংশী ডাকাত” দলবল সমেত আসিতেছে ভাবিয়া প্রমাদ গণিলেন।

কুমারসিংহ লাঠিহস্তে লইয়া কহিলেন—দেবেন্দ্র বাবু!

আপনি যত শীঘ্র সম্ভব কনককে লইয়া প্রস্থান করুন-প্রাণতো গিয়াছেই, তবে কেন পলাইয়া ভীরুতা প্রকাশ করিব—কপালে যা আছে তাহাই হবে।”

দেবেন্দ্র সুন্দরকে কুমার সিংহ পূর্ব্বেই মুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার শরীর তখনও ভয়ানক দুর্ব্বল—তথাপি কনকের মুখ চাহিয়া—কণকের স্বামীর দশা দেখিয়া—আর জীবনদাতা কুমারসিংহের জীবনসংশয় জানিয়া—সে দুর্ব্বল-দেহেও ভীমসেনের বলসঞ্চার হইল—তিনি আহত দস্যুর হস্তস্থিত লগুড় কাড়িয়া লইয়া ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যেই সকল সন্দেহ দূরীভূত হইল—দেওয়ানজী এবং ব্রজ সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

যথাবিধি কনকের স্বামী এবং দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণের সৎকার করতঃ স্বামীশোকে পাগলিনী কনককে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকলে সে বন ত্যাগ করিলেন। অভাগিনীর পোড়াকপালে বিদ্যুতের ন্যায় স্বামী মিলন সুখ অনুভূত হইতে না হইতে সকল আশা ফুরাইয়া গেল! অকালে একটী কুসুম বৃন্তচ্যুত!!

পরিশিষ্ট।

মিলন।

কুমার সিংহের একান্ত অনুরোধে, দেবেন্দ্রসুন্দর বাবু, দেওয়ানজী ব্রজ, কনক অন্যান্য সকলে হরলাজুড়ি গ্রামে তাঁহার বাসভবনে দুই একদিন অবস্থান কল্পনার তদুদ্দেশে গমন করিলেন।

কুমার সিংহ বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখেন সর্ব্বনাশ!—এই কয়দিনের মধ্যে তাঁহার অমন প্রশস্ত অট্টালিকা খাঁ খাঁ করিতেছে—চারিদিকের দরজা জানালা ভগ্নাবস্থায় নিপতিত—উঠানে বনজঙ্গল জন্মিয়াছে-পতিত বাড়ীর সকল লক্ষণ তাহাতে প্রকাশিত হইতেছে। কুমারসিংহ যথেষ্ট ধৈর্য্যবান পুরুষ! তিনি অন্যান্য সকল বিষয়, আর কিছু প্রকাশ না করিয়াই কহিলেন—"দেবেন্দ্র সুন্দর বাবু! যা' ভেবেছিলেন, তাই হয়েছে।"

দেবেন্দ্র সুন্দর বাবু তাহা অনুমানে ও পূর্ব্বকথা স্মরণে কতকটা অনুভবে বুঝিতে পারিলেন। তিনি কহিলেন—"দেখিতেছি, আপনার অনুপস্থিত তস্করে সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়াছে! কি করিবেন উপায় নাই!! আপাততঃ আপনি আপনার ভগ্নী ও জ্যেষ্ঠা বধূঠাকুরাণী'র অনুসন্ধান করুন।"

কুমারসিংহের মন স্বাভাবিকই বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি পাড়া প্রতিবাসীর ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যাহাদের হস্তে তাহার ক্ষুদ্র সংসারের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, প্রথমে তাহাদের বাটীতে গেলেন। তাহারা উত্তর দিল- "কি বলিব, আমাদের দুর্ব্বুদ্ধিতার দোষেই সেই দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণকুমার তোমার সর্ব্বনাশ সাধনে সক্ষম হইয়াছে। তোমার অমঙ্গল সংবাদ প্রদান করিয়া আমাদিগকে স্থানান্তরিত করতঃ তোমার এই সর্ব্বনাশ করিয়াছি।"

এইরূপ অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তায় কুমার সিংহ সমস্ত ব্যাপার বুঝিলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সমস্ত গ্রাম তোলপাড় করিয়া বেড়াইলেন—তথাপি ভগ্নী অথবা জ্যেষ্ঠা বধূঠাকুরাণীর কোনও সন্ধান করিতে পারিলেন না। এদিকে বাটীতে অতিথিগণের কথা স্মরণ হওয়াতে হতাশচিত্তে বাটী ফিরিতেছেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে একজন স্ত্রীলোক—"দাদা!—দাদা!!" বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাহার হস্তধারণ করিল। কুমার সিংহ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখেন, তাঁহার সহোদরা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন।

একে একে কুমারসিংহ সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিলেন। আপাততঃ জ্যেষ্ঠা বধূঠাকুরাণীর অনুসন্ধান স্থগিত রাখি অভ্যাগত অতিথিগণের সেবা করিতে চলিলেন।

যথা সময়ে আবার সকলে সেখান হইতে আনন্দ জমীদার উমাচরণ সিংহের বাস ভবনে উপস্থিত হই এতদিনের পর চাঁপার সহিত দেবেন্দ্রসুন্দর বাবুর পুনর্মি হইল! আনন্দপুরে উৎসব আরম্ভ হইল!!

কুমারসিংহ যথাসময়ে আপনার জ্যেষ্ঠের সন্ধানে কি তাঁহাদের পৈত্রিক ভদ্রাসনেই বাস করিতে লাগিলে দেবেন্দ্র সুন্দর বাবু এবং জমীদার উমাচরন সিংহ তাঁহ বিংশ সহস্র মুদ্রা উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। কুম সিংহ তৎপরে জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনেক অনুসন্ধান করিয়াও করিতে পারেন নাই।

স্বামীশোকে পাগলিনী কনক চাঁপার যত্নে দিনে দি ধৈর্য্যধারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে এমন হইল যে দুইজনে পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া একদণ্ডও থাকিতে পা না, যেন এক বৃন্তে দুইটী—"কনক—চাঁপা!"